গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
hsp.sedp@gmail.com

স্মারক নং- এসইডিপি/এইচএসপি/ মাঠ পর্যায়ে যোগাযোগ/০৪/২০১৯/৮৮১(২৫)/৫২৭ তারিখ: ২৪/০৩/২০২১ খ্রি.

বিষয়: সমন্বিত উপবৃত্তি কমসূচির আওতাভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ২০২১ সালে ভর্তিকৃত ৬ষ্ঠ শ্রেণি এবং ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে ১১শ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত উপবৃত্তিযোগ্য শিক্ষার্থী নির্বাচন পদ্ধতি, নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তথ্য HSP MIS এ এন্ট্রি এবং প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমান সরকার দেশের সাধারণ স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসায় ৬ষ্ঠ থেকে ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি, টিউশন ফি এবং অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে সকল উপবৃত্তি প্রকল্পসমূহকে একত্রিত করে "সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি (Harmonized Stipend Program-HSP)" নামে "সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (SEDP)" এর একটি স্কিম হিসাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় বাস্তবায়ন করছে।

২। সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতাধীন এলাকা:

দেশের সকল ভৌগোলিক এলাকার (মেট্রোপলিটন ও জেলা সদরের পৌর এলাকাসহ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পাঠদানে অনুমতি/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল স্কুল-কলেজ এবং মাদ্রাসা এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবে। উল্লেখ্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের তথ্য এন্ট্রি করা যাবে না।

৩। উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া:

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়াটি মূলতঃ দারিদ্র্য ও প্রক্সি মিন্স টেস্টিং যৌথ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্যাদি যাচাই বাছাই এবং একটি বিশেষায়িত Software এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬ সালে Household Income Expenditure Survey 2016 (HIES) এ ব্যবহৃত প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে নির্দেশকগুলো তৈরি করা হয়েছে।

শুধুমাত্র ৬ষ্ঠ এবং ১১শ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচির আওতায় উপবৃত্তি প্রাপ্তির আবেদন করতে পারবে। তবে ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যারা উপবৃত্তি কর্মসূচি বহির্ভূত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে জেএসসি / জেডিসি পাস করে নতুন ভর্তি হয়েছে তারাও উপবৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষার্থী ৯ম শ্রেণিতে আবেদন করতে পারবেনা। অন্যান্য শ্রেণির উপবৃত্তি সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে। ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণির নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বিরতিহীনভাবে শর্তসাপেক্ষে এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত ও ১১শ শ্রেণির নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বিরতিহীনভাবে শর্তসাপেক্ষে ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত উপবৃত্তি পাবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত অপারেশন ম্যানুয়াল অনুসরণের মাধ্যমে সারাদেশে ৬ষ্ঠ, ৯ম ও ১১শ শ্রেণির আবেদনকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে।

উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচনে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে-

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান উপবৃত্তির জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক সকল শিক্ষার্থীকে অনলাইন/অফলাইনে আবেদন ফরম সরবরাহ করে সঠিক তথ্যসহ ফরমটি যথাযথভাবে পূরণ করার জন্য বুঝিয়ে বলবেন। কোন শিক্ষার্থীকে আবেদন করতে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করা যাবে না। আবেদনকারীরা শ্রেণিশিক্ষকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে থেকে আবেদনপত্রের সকল তথ্য প্রদান করবে।
- অসম্পূর্ণ ও সঠিক নয় এমন তথ্যাদির আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। আবেদনপত্রের তথ্যের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শ্রেণি শিক্ষক দায়ী থাকবেন।
- দারিদ্র্য নিরূপণের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর Household Income Expenditure Survey 2016 (HIES-২০১৬) এ ব্যবহৃত প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে একটি আবেদনপত্রে (সংলগ্নী-১) আবেদন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর আবেদন পত্রের প্রশ্নাবলীর উপর প্রশ্নের গুরুত্ব অনুযায়ী মোট নম্বরের Weightge প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।
- প্রাতিষ্ঠানিক ও উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকার উপদেষ্টা কমিটি শিক্ষার্থীর আবেদনের তথ্যাদির সত্যতা যাচাই বাছাই করার জন্য দায়ী থাকবে।
- আবেদনপত্রসমূহের তথ্যাদি যাচাই বাছাই শেষে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে HSP MIS এ সকল ডাটা এন্ট্রি করতে হবে।
- ডাটা এন্ট্রির পর প্রতিষ্ঠান থেকেই সকল তথ্যাদি অনলাইনে উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করতে হবে।
- উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সকল আবেদনপত্র উপজেলা/মেট্রোপলিটন এলাকার উপদেষ্টা কমিটির বিবেচনার জন্য পেশ করবেন এবং এডভাইজারি কমিটির অনুমোদন নিয়ে উপবৃত্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তথ্য উপজেলা/থানা হতে অনলাইনে

HSP/PMEAT এমআইএস সেল এ প্রেরণ করবেন এবং একইসাথে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর তথ্য সংরক্ষণের জন্য উপজেলা/থানা হতে ব্যানবেইজ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ইএমআইএস সেলে প্রেরণ করা হবে।

- সারাদেশের উপবৃত্তি উপকারভোগী শিক্ষার্থী কেন্দ্রীয়ভাবে প্রধান মন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট অফিসের EMIS Cell-এর প্রযুক্তিগত সহায়তায় HSP (Harmonized Stipend Program) Unit কর্তৃক নির্বাচিত হবে।
- উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন লৈঙ্গিক ভিত্তিতে নয় বরং দারিদ্র্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে। ফলে এই প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম বেশি হতে পারে।
- শারীরিক প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ, প্রাক্তন ছিটমহলের বাসিন্দা এবং মুক্তিযোদ্ধার নাতি/নাতনী যথাযথ যাচাই বাছাইয়ের পর সরাসরি এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।
- SPFMSP প্রকল্পের প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে সরকার কর্তৃক নির্ধারতি G2P পদ্ধতিতে সরাসরি শিক্ষার্থী/অভিভাবকের অনলাইন ব্যাংক/মোবইল ব্যাংক হিসাবে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে।

৫। আবেদনকারীর আইডি নম্বর (Identification Number)

আবেদনপত্রের তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যারে এন্ট্রি সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথেই প্রত্যেক আবেদনকারীর জন্ম নিবন্ধন নম্বর Applicant ID হিসাবে ব্যবহৃত হবে। আবেদনকারীর নাম ঠিকানা সম্বলিত এই পরিচিতি নম্বরের একটি প্রিন্ট কপি প্রতি আবেদনকারীকে সরবরাহ করতে হবে এবং আবেদনকারী তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে। এই প্রিন্টকপিই আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকার পত্র হিসাবে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে যেকোনো প্রয়োজনে আবেদনকারীকে তা উপস্থাপন করতে হবে ।

৬। উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন প্রক্রিয়া:

উপবৃত্তি প্রাপ্ত কোন শিক্ষার্থী যদি কর্মসূচি ভুক্ত অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বদলি পূর্বক ভর্তি হয় সেক্ষেত্রে HSP MIS ব্যবহার করে পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করা যাবে। সেক্ষেত্রে নতুন করে উপবৃত্তির জন্য আবেদন করার প্রয়োজন নেই। নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উপবৃত্তি প্রাপ্ত কোন শিক্ষার্থী উত্তীর্ন হয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (উপবৃত্তির আওতাভুক্ত) ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি হলে HSP MIS ব্যবহার করে পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করতে হবে। উপকারভোগী শিক্ষার্থী শুধু শিক্ষাবর্ষের ১ম সেমিস্টারে প্রতিষ্ঠান বদল করতে পারবে।

৭। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি:

এই কমিটি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের তথ্যাদি যাচাই- বাছাই করবে। কমিটির সদস্যগণ প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর বাড়ি পরিদর্শন করে আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদির সত্যতা যাচাই বাছাই করবে। আবেদনপত্রের সত্যতা যাচাই বাছাই শেষে 'আবেদনপত্রের সকল তথ্যাদি সঠিক আছে' মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্রসহ প্রতিষ্ঠান প্রধান উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর সকল আবেদনপত্র প্রেরণ করবে। তবে **প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের কমিটিতে উপকারভোগী নির্বাচনে কোনো অসত্য তথ্য প্রদান বা অনিয়ম করা হলে তা শাস্তিযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবে।**

৮.১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি;

ক্র. নং	**কর্মকর্তা / শিক্ষক / জন-প্রতিনিধি**	**কমিটিতে পদবি**
০১	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান	সভাপতি
০২	ইউনিয়ন পরিষদ/পৌর সভার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার/কাউন্সিলর	সদস্য
০৩	সংশ্লিষ্ট শ্রেণির শ্রেণি-শিক্ষক	সদস্য-সচিব

৮.২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা মেট্রো এলাকার জন্য);

ক্র. নং	কর্মকর্তা / শিক্ষক / জন-প্রতিনিধি	কমিটিতে পদবি
০১	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান	সভাপতি
০২	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির ১জন সদস্য (প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক মনোনীত) (সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষক সদস্য হিসাবে কাজ করবেন।)	সদস্য
০৩	সংশ্লিষ্ট শ্রেণির শ্রেণি-শিক্ষক	সদস্য-সচিব

৮.৩। উপজেলা/মেট্রোপলিটন এলাকার উপদেষ্টা কমিটি;

এই কমিটি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহের তথ্যাদির সঠিকতা প্রয়োজনে পুনরায় যাচাই বাছাই করতে পারবে। এমনকি প্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকে প্রেরিত আবেদনপত্রের সঠিকতা নিয়ে কোনো আপত্তি অথবা বাতিল আবেদনপত্রের উপর আপত্তির শুনানি গ্রহণ করতে পারবে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর অভিভাবকের বাড়ি পরিদর্শনপূর্বক পুনর্বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত দিতে পারবে। প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের কমিটিতে উপকারভোগী নির্বাচনে কোন অসত্য তথ্য প্রদান বা অনিয়ম করা হলে তা শাস্তিযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবে। কমিটির সিদ্ধান্তের পর সভার কার্যবিবরণীসহ উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকা হতে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের এমআইএস সেল এ প্রেরণ করা হবে; একইসাথে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর তথ্য সংরক্ষণের জন্য উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকা হতে ব্যানবেইজ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ইএমআইএস সেলে প্রেরণ করা হবে। এই কমিটি প্রয়োজনে যেকোনো সংখ্যক সভায় মিলিত হতে পারবে। উপদেষ্টা কমিটির যাচাই-বাছাই ও অনুমোদনের পর উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার প্রতিষ্ঠান-ওয়ারী যোগ্য-অযোগ্য আবেদনকারীর তালিকাসহ কার্যবিবরণী প্রস্তুত করবেন এবং কমিটির সকল সদস্যকে কার্যবিবরণী অনুলিপি প্রদান করবেন। উপজেলা/থানা

মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কার্যবিবরণী স্ব-স্ব দপ্তরে সংরক্ষণ করবেন এবং যোগ্য শিক্ষার্থীর তালিকা অনলাইনে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বরাবর অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবেন। তবে উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকার উপদেষ্টা কমিটিতে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদনসমূহ বিবেচনা করা হবে কেবল সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কমিটির সদস্য হিসাবে সভায় উপস্থিত থাকবেন। উপজেলা/মেট্রো উপদেষ্টা কমিটি নতুন করে কোন আবেদন অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেনা।

৮.৩.১। উপজেলা উপদেষ্টা কমিটি;

ক্র. নং	কর্মকর্তা/ শিক্ষক	কমিটিতে পদবি
০১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
০২	সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান	সদস্য
০৩	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার	সদস্য
০৪	উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
০৫	উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার	সদস্য
০৬	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য-সচিব

৮.৩.২ মেট্রোপলিটন (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা) এলাকার জন্য উপদেষ্টা কমিটি;

ক্র/নং	কর্মকর্তা / শিক্ষক/জনপ্রতিনিধি	কমিটিতে পদবী
০১	সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসার	সভাপতি
০২	সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
০৩	থানা একাডেমিক সুপারভাইজার	সদস্য
০৪	সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান	সদস্য
০৫	থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য-সচিব

৯। টিউশন ফি মওকুফ:

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি মওকুফ থাকবে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অনুকূলে স্কিম ডকুমেন্ট মোতাবেক নির্ধারিত হারে টিউশন ফি ভর্তুকি প্রদান করা হবে। উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নিকট হতে কোনক্রমে টিউশন ফি আদায় করা যাবে না।

১০। একাউন্ট খোলা:

- শিক্ষার্থীর জন্মসনদ নম্বর ১৭ ডিজিটের হতে হবে।
- HSP MIS এ ৬ষ্ঠ, ৯ম এবং ১১শ শ্রেনিতে শিক্ষার্থীর তথ্য এন্ট্রির সময় পূর্ববর্তী পরীক্ষার (পিএসসি, জেএসসি/জেডিসি, এসএসসি/দাখিল) নাম, রেজিস্টেশন নম্বর, ফলাফল, উর্ত্তীন হওয়ার বছর উল্লেখ করতে হবে।
- পিতা/মাতা/ অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর এন্ট্রি/আপডেট করতে হবে। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ১০ অথবা ১৭ ডিজিট হতে হবে। ১৩ ডিজিটের জাতীয় পরিচয়পত্র থাকলে প্রথমে ৪ ডিজিটের জন্ম সাল যুক্ত করে ১৭ ডিজিট করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যাংক/এজেন্ট/মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্ট ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের স্কুল ব্যাংকিং একাউন্টও ব্যবহার করা যাবে।
- অনলাইন/এজেন্ট ব্যাংক এর ক্ষেত্রে একাউন্ট নম্বর ১৩-১৭ ডিজিট এবং মোবাইল ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে একাউন্ট নম্বর ১১-১২ ডিজিট হতে হবে।
- অনলাইন/এজেন্ট ব্যাংক/মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্ট অবশ্যই শিক্ষার্থী/পিতা/মাতা/অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে খুলতে হবে। কেবল মাত্র পিতা/মাতর অনুপস্থিতিতে অভিভবাকের নামে একাউন্ট খোলা যাবে।
- "হিসাবধারীন নাম" এর স্থানে যার নামে অনলাইন ব্যাংকিং/মোবাইল ব্যাংকিং একউন্ট খোলা হয়েছে তার নাম লিখতে হবে।
- HSP MIS এ এন্ট্রির সময় পিতাকে অভিভাবক নির্বাচিত করলে পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ব্যবহার করে একাউন্ট খুলতে হবে এবং হিসাবধারীর নাম হিসাবে পিতার নাম এন্ট্রি করতে হবে। অভিভাবক হিসাবে মাতাকে নির্বাচিত করলে মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ব্যবহার করে একাউন্ট খুলতে হবে হিসাবধারীর নাম হিসাবে মাতার নাম এন্ট্রি করতে হবে। পিতা/মাতার অনুপস্থিতিতে অন্য কোন বৈধ ব্যক্তিকে (ভাই/বোন/দাদা/দাদী/নানা/নানী/ইত্যাদি) অভিভাবক হিসাবে নির্বাচিত করলে তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে একাউন্ট খুলতে হবে এবং হিসাবধারীর নাম হিসাবে তাঁর নাম এন্ট্রি করতে হবে। স্কুল ব্যাংকিং একাউন্টের ক্ষেত্রে যার নামে একাউন্ট খোলা হয়েছে হিসাবধারীর নাম হিসাবে তার নাম এন্ট্রি করতে হবে।

১১। ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড:

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতাভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ইতিপূর্বে প্রেরণ করা হয়েছে। যদি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন অন্তর্ভুক্ত হয় বা ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগইন করতে না পারে তবে উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে ই-মেইলে পত্র প্রেরণ পূর্বক ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে।

১২। শিক্ষার্থী নির্বাচন ও এন্ট্রির সময়সীমা:
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের আবেদন ফরম বিতরণ ও গ্রহণ, কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই এবং যাচাইকৃত শিক্ষার্থীদের একাউন্ট খোলাসহ যাবতীয় কাজ আগামী ০২/০৪/২০২১ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থীদের আবেদন ফরম চূড়ান্ত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ পূর্বক আগামী ২৩/০৪/২০২১ তারিখের মধ্যে HSP MIS এন্ট্রি সম্পন্ন করতে হবে। ২৩/০৪/২০২১ তারিখ রাত ১২.০০ টায় HSP MIS এ তথ্য এন্ট্রি এবং প্রেরণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত EIIN ধারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাতে সঠিক ভাবে তথ্য এন্ট্রি করে সে বিষয়ে উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা প্রতিনিয়ত মনিটরিং করবেন। উপজেলা/থানা পর্যায়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক HSP MIS এ এন্ট্রিকৃত তথ্যাদি যাচাই বাছাই করে আগামী ২৭/০৪/২০২১ তারিখের মধ্যে উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা HSP/PMEAT তে প্রেরণ করবেন।

১৩। বর্ণিত বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জন্য অনুরোধ করা হলো। উপবৃত্তি ও ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড সংক্রান্ত যে কোন তথ্য বা যোগাযোগের জন্য hsp.sstipend@gmail.com মেইলে করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২৪/০৩/২১

(শরীফ মোর্তজা মামুন)
স্কিম পরিচালক
সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি

উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
সকল উপজেলা।

স্মারক নং-এইচএসপি/মাঠ পর্যায়ে যোগাযোগ/০৪/২০১৯/৫৮২(২৫)/৫২৭ তারিখঃ ২৪.০৩.২০২১ খ্রি.

<u>অনুলিপি</u>ঃ সদয় অবগতির জন্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ
০১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা।
০৩। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
০৪। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
০৫। প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
০৬। পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা।
০৭। নির্বাহী পরিচালক, SPFMSP প্রকল্প, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৮। সকল কর্মকর্তা, সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ঢাকা।
০৯। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সকল উপজেলা।
১০। জেলা শিক্ষা অফিসার, সকল জেলা।
১১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান (সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)।
১২। সিনিয়র সিষ্টেম এনালিষ্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
(মাউশি এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৩। সিষ্টেম এনালিষ্ট, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৪। সহকারী প্রোগ্রামার, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা
(পিএমইএটি -এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৫। সংরক্ষণ নথি।

২৪/০৩/২০২১

(শ.ম. সাইফুল আলম)
উপপরিচালক
সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি

উপবৃত্তির জন্য আবেদন ফরম

<table>
<tr><td colspan="5">সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়</td><td colspan="3">আবেদনকারীর সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি</td></tr>
<tr><td colspan="8">আবেদনকারীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি</td></tr>
<tr><td colspan="2">শিক্ষার্থীর পরিচিতি নম্বর</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">জন্মনিবন্ধন সনদ নম্বর (১৭ ডিজিট)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>১</td><td colspan="7">আবেদনকারীর নাম:</td></tr>
<tr><td>২</td><td colspan="3">লিঙ্গ</td><td>ছেলে</td><td>মেয়ে</td><td colspan="2">তৃতীয় লিঙ্গ</td></tr>
<tr><td>৩</td><td colspan="2">গ্রাম</td><td colspan="3">ওয়ার্ড</td><td>ইউনিয়ন</td><td>পৌরসভা</td></tr>
<tr><td>৪</td><td colspan="7">জন্মতারিখ:</td></tr>
<tr><td>৫</td><td colspan="4">আবেদনকারীর পিতা-মাতার তথ্য:
• মাতা নাম:
• পিতা নাম:</td><td colspan="3">আবেদনকারীর পিতা-মাতার জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর (১০ অথবা ১৭ ডিজিট)
• মাতা:
• পিতা:</td></tr>
<tr><td>৬</td><td colspan="5">পিতা-মাতার অবর্তমানে
অভিভাবকের নাম:</td><td colspan="2">• জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৭</td><td colspan="3" rowspan="2">অভিভাবকের ঠিকানা-</td><td colspan="2">গ্রাম</td><td>ইউনিয়ন</td><td>পৌরসভা</td></tr>
<tr><td colspan="2">ওয়ার্ড</td><td>উপজেলা</td><td>জেলা</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৮</td><td colspan="7">তোমার পড়াশুনার খরচ কে বহন করেন- (টিক চিহ্ন দিন)</td></tr>
<tr><td>○ বাবা</td><td colspan="3">○ মা</td><td colspan="2">○ অভিভাবক</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">৯</td><td colspan="7">আবেদনকারী কি বাংলাদেশের কোনো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত</td></tr>
<tr><td>○ হ্যাঁ</td><td colspan="3">নৃ-গোষ্ঠীর নাম</td><td colspan="4">না</td></tr>
<tr><td rowspan="2">১০</td><td colspan="7">আবেদনকারী শিক্ষার্থী কি মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান (মুক্তিযোদ্ধার নাতি/নাতনী)</td></tr>
<tr><td colspan="3">○ হ্যাঁ (প্রমাণপত্র আপলোড করুন)</td><td colspan="3">মুক্তিযোদ্ধার নাম ও সম্পর্ক</td><td>না</td></tr>
<tr><td>১১</td><td colspan="7">আবেদনকারীর অভিভাবকের শিক্ষাগত যোগ্যতা-</td></tr>
<tr><td>১২</td><td colspan="7">আবেদনকারীর অভিভাবকের স্বামী/স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">১৩</td><td colspan="4">আবেদনকারীর পূর্বের শিক্ষার লেভেল-</td></tr>
<tr><td>○ প্রাথমিক</td><td>○ নিম্নমাধ্যমিক</td><td>○ মাধ্যমিক</td><td>প্রমাণপত্র আপলোড করুন</td></tr>
<tr><td>১৪</td><td colspan="2">আবেদনকারী কি সরকারি কোনো উৎস থেকে উপবৃত্তি/শিক্ষাভাতা পান ?</td><td>হ্যাঁ</td><td>না</td></tr>
<tr><td>১৫</td><td colspan="2">আবেদনকারীর অভিভাবকের মোবাইল ফোন নম্বর যার মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণের খুদেবার্তা পেতে ইচ্ছুক</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">স্বাস্থ্য</td></tr>
<tr><td>১৬</td><td colspan="3">আবেদনকারীর কি কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধিতা আছে?</td><td>প্রমাণপত্র আপলোড করুন</td></tr>
<tr><td>১৭</td><td colspan="3">আবেদনকারীর অভিভাবকের কি কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধিতা আছে?</td><td>প্রমাণপত্র আপলোড করুন</td></tr>
<tr><td>১৮</td><td colspan="3">আবেদনকারীর পরিবারের কোনো সদস্য কি জন্মগতভাবে/দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছেন ?</td><td>প্রমাণপত্র আপলোড করুন</td></tr>
<tr><td>১৯</td><td colspan="3">আবেদনকারী কি কোনো দীর্ঘস্থায়ী রোগের জন্য ঔষধের উপর নির্ভরশীল ?</td><td>প্রমাণপত্র আপলোড করুন</td></tr>
<tr><td>২০</td><td colspan="3">আবেদনকারীর পরিবারের কোনো সদস্য কি কোনো মানসিক রোগে ভুগছেন ?</td><td>প্রমাণপত্র আপলোড করুন</td></tr>
<tr><td colspan="5">শিক্ষা</td></tr>
<tr><td>২১</td><td colspan="3">আবেদনকারীর বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম</td><td>ইআইআইএন</td></tr>
<tr><td rowspan="2">২২</td><td colspan="4">বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা-</td></tr>
<tr><td>উপজেলা</td><td>ইউনিয়ন</td><td>ওয়ার্ড</td><td>পৌরসভা</td></tr>
<tr><td>২৩</td><td colspan="3">আবেদনকারীর পূর্বের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">পেশা</td></tr>
<tr><td>২৪</td><td colspan="2">পিতা/মাতা/অভিভাবক কি কোনো চাকুরি করেন ?</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">২৫</td><td colspan="2">আবেদনকারীর অভিভাবক কি গ্রামে/শহরে কোনো চাকুরি করেন ?</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>○ শহর</td><td>○ গ্রাম</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>২৬</td><td colspan="2">আবেদনকারীর মা-বাবা অথবা অভিভাবকের সুনির্দিষ্ট কোনো মাসিক আয়ের উৎস আছে?</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>২৭</td><td colspan="5">পরিবারের কত জন সদস্য চাকুরি করেন?</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">২৮</td><td colspan="7">আবেদনকারীর অভিভাবক কোনো উৎস থেকে কি কোনো আয় করেন?</td></tr>
<tr><td>○দোকান</td><td>○ হাঁস-মুরগির খামার</td><td>○পরিবহন</td><td colspan="2">○মৎস খামার</td><td>○কৃষি</td><td>○ অন্যান্য</td></tr>
<tr><td>২৯</td><td colspan="5">আবেদনকারীর মা-বাবা অথবা অভিভাবকের মাসিক আয় কত?</td><td colspan="2">○</td></tr>
<tr><td colspan="8">পরিবার</td></tr>
<tr><td>৩০</td><td colspan="6">আবেদনকারীর বাবা-মা দুজনেই জীবিত আছেন? একজন জীবিত থাকলে তিনি কে?</td><td></td></tr>
<tr><td>৩১</td><td colspan="6">আঠার বছরের নীচে পরিবারেব সদস্য সংখ্যা</td><td></td></tr>
<tr><td>৩২</td><td colspan="6">আবেদনকারীর পরিবারের কয়টি ঘর আছে?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">বসত বাড়ি</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৩৩</td><td colspan="7">আবেদনকারী কি নিম্নের কোনো একটি এলাকায় বাস করেন?</td></tr>
<tr><td colspan="2">পাহাড়</td><td>চর</td><td>হাওড়</td><td colspan="2">পূর্বের ছিটমহল এলাকা</td><td>বস্তি এলাকা</td></tr>
<tr><td>৩৪</td><td colspan="7">আবেদনকারীর বাড়িতে কয়টি কক্ষ আছে</td></tr>
<tr><td>৩৫</td><td colspan="4">বাড়িতে বিদ্যুৎ আছে কি না</td><td>○ আছে</td><td colspan="2">○ নাই</td></tr>
<tr><td>৩৬</td><td colspan="4">বাড়িতে কক্ষের সাথে সংযুক্ত টয়লেট আছে কি না</td><td>○ আছে</td><td colspan="2">○ নাই</td></tr>
<tr><td>৩৭</td><td colspan="4">বাড়িতে টেলিভিশন আছে কি না</td><td>○ আছে</td><td colspan="2">○ নাই</td></tr>
<tr><td>৩৮</td><td>রান্না হয়</td><td colspan="2">○গ্যাস</td><td>○ কাঠ</td><td colspan="2">○ খড়কুটা</td><td>○ গোবর ঘুঁটে</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৩৯</td><td colspan="7">বাড়ির প্রধান ঘরের মেঝে কী দিয়ে তৈরি</td></tr>
<tr><td>○ মাটি</td><td>○ মাচাং</td><td>○ সিমেন্ট</td><td colspan="3">○ টাইলস</td><td>○ অন্যান্য</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৪০</td><td colspan="7">বাড়ির দেয়াল কী দিয়ে তৈরি</td></tr>
<tr><td>○ মাটি</td><td>○ পাটকাঠি</td><td>○ বাঁশ</td><td>○ টিন</td><td colspan="2">○ কাঠ</td><td>○ ইট</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৪১</td><td colspan="7">বাড়ির ছাদ কী দিয়ে তৈরি</td></tr>
<tr><td>○ ছন</td><td>○ গোলপাতা</td><td>○ খড়</td><td>○ টিন</td><td>○ কাঠ</td><td>○ আরসিসি</td><td>○ জি আই শিট</td></tr>
<tr><td>৪২</td><td colspan="7">অভিভাবকের মালিকানায় মোট ভূমির পরিমাণ (মেট্রোপলিটান/পৌর এলাকা/গ্রাম):</td></tr>
<tr><td colspan="8">অন্যান্য</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="7">অভিভাবকের নিম্নের কোনো কার্ড আছে কি?</td></tr>
</table>

৪৩	○ ভিজিডি কার্ড	প্রমাণপত্র আপলোড করুন
	○ ভিজিএফ কার্ড	প্রমাণপত্র আপলোড করুন
	○ বয়স্ক ভাতা কার্ড	প্রমাণপত্র আপলোড করুন
	○ বিধবা ভাতা কার্ড	প্রমাণপত্র আপলোড করুন
	○ স্বামী পরিত্যক্তা কার্ড	প্রমাণপত্র আপলোড করুন
অনলাইন ব্যাংক/মোবাইল ব্যাংক হিসাবের তথ্যাদি		
৪৪	আবেদনকারীর অভিভাবকের নিম্নের কোনো হিসাব পরিচালনা করেন কি?	
	যেকোনো তফশীলভুক্ত ব্যাংকের অনলাইন হিসাব	যেকোনো মোবাইল ব্যাংক হিসাব
৪৫	ব্যাংকের নাম-	মোবাইল ব্যাংক অপারেটরের নাম
	শাখার নাম-	হিসাবধারীর নাম
	হিসাবের ধরন-	
	হিসাবধারীর নাম-	একাউন্ট নম্বর
	একাউন্ট নম্বর-	

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি ম্যানুয়েল

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ডিসেম্বর ২০২০

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ ফাল্গুন ১৪২৭
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বাণী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর 'সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি ম্যানুয়েল' শীর্ষক ম্যানুয়েল প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। যাঁরা এই অভিন্ন অপারেশনাল ম্যানুয়েল প্রণয়নে কাজ করেছেন এবং এর আলোকে সারাদেশে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ এবং আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করি।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, সকল অঞ্চলে শিক্ষার মান সমুন্নত রাখতে প্রণোদনামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ অনুসরণে মানসম্মত শিক্ষার আলোয় দেশের মানুষকে আলোকিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। আমরা ২০১০ সাল হতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করে যাচ্ছি। ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য স্বীয় মাতৃভাষায় পাঠ্যবই এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল বই বিতরণ করছি। একইসাথে শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি, উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষকদের জন্য দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 'মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (এস ই ডি পি)' এর অর্থায়নে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' এর পরিচালনায় সারাদেশে 'দারিদ্র্যভিত্তিক সমন্বিত উপবৃত্তি কার্যক্রম' পরিচালিত হচ্ছে. দেশের সকল দরিদ্র শিক্ষার্থী এতদিনে শ্রেণিভিত্তিক অভিন্নহারে উপবৃত্তি পাচ্ছে। মাধ্যমিক স্তরে চলমান উপবৃত্তি কার্যক্রমকে সম্প্রতি একক ও সমন্বিত আকারে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা আনার স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা ইতোমধ্যে ইউনেস্কো কর্তৃক 'শান্তিবৃক্ষ' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি। এ সাফল্য সুসংহত করার পাশাপাশি সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে দারিদ্র্যপীড়িত, অনগ্রসর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর শিক্ষা নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

দারিদ্র্যভিত্তিক সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচিকে সফল করার ক্ষেত্রে এই ম্যানুয়েলের নিয়মাবলী মেনে চলা সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের কর্মীর অবশ্য কর্তব্য হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

আমি প্রত্যাশা করি, এই ম্যানুয়েলের নির্দেশনা অনুসারে সারাদেশে উপবৃত্তি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সূচিপত্র

শব্দ সংক্ষেপ ০৫
১. পটভূমি ০৭
১.১ প্রকল্পের নাম ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান ০৭
১.২ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ০৭
১.৩ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপনের পটভূমি ০৮
১.৪ দারিদ্র্যভিত্তিক উপবৃত্তি চালুকরণ ০৮
১.৫ প্রকল্পওয়ারী উপজেলা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও উপকারভোগীর সংখ্যা ০৯
১.৬ প্রকল্পসমূহ থেকে উদ্ভুত ফলাফল ০৯
১.৭ প্রকল্পসমূহের তুলনামূলক বিবরণী ১০
২. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি **১২**
২.১ সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১২
২.২ SDG (Sustainable Development Goal-এর সাথে সংশ্লিষ্টতা ১৩
৩.সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতাধীন এলাকা ও উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া **১৪**
৩.১ সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতাধীন এলাকা ১৪
৩.২ উপকারভোগী শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন প্রক্রিয়া ১৪
৩.৩ সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির এম,আই,এস (MIS) ১৬
৩.৪ উপবৃত্তির এমআইএস-এ উপবৃত্তি চালু রাখার শর্তাদির স্বয়ংক্রিয়তা (অটোমেশন) ১৭
৩.৫ সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপকারভোগী ১৭
৪. কর্মসূচির সম্ভাব্য বার্ষিক ব্যয় **১৭**
৫. প্রশিক্ষণ ব্যয় **১৭**
৬. কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া- **১৮**
৬.১ কর্মসূচির ডাটা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ১৮
৬.২ কর্মসূচির এমআইএস ডাটা ব্যবস্থাপনা প্রবাহচিত্র ১৮
৬.৩ উপবৃত্তি, টিউশন ফি ও অন্যান্য সুবিধাদির অর্থ বিতরণ ব্যবস্থা ১৯
৬.৪ উপবৃত্তি, টিউশন ফি, পরীক্ষার ফি, বই ক্রয় ও অন্যান্য সুবিধাদির অর্থ বিতরণের প্রবাহ চিত্র ১৯
৭. কর্মসূচির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন **২০**
৮. সমন্বিত উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটিসমূহ **২০**
৮.১ উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি ২০
৮.১.১ উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটির কর্মপরিধি ২১
৮.২ উপজেলা / মেট্রোপলিটন এলাকার উপদেষ্টা কমিটি ২২
৮.২.১ উপজেলা উপদেষ্টা কমিটি ২২
৮.২.২ মেট্রোপলিটন (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা) এলাকার জন্য উপদেষ্টা কমিটি ২২
৮.৩ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি ২২
৮.৩.১ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি ২২
৮.৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি(মেট্রো এলাকার জন্য) ২৩
৯. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময়সূচি / সিডিউল **২৩**
১০. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির প্রত্যাশিত প্রভাব **২৫**
১১. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপকারভোগী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন প্রক্রিয়া **২৬**
১১.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ২৬
১১.২ উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন ২৬
১১.৩ উপবৃত্তি প্রাপ্তির শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ২৭
১১.৪ উপবৃত্তি প্রাপ্তি অব্যাহত রাখার জন্য শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ২৭
১১.৫ উপকারভোগী নির্বাচন কৌশল ও পদ্ধতি ২৭
১১.৬ উপবৃত্তির আবেদন প্রক্রিয়া ২৮
১২.ডাটা এন্ট্রি ও এমআইএস (Management Informent System-MIS) তৈরি **২৯**

১২.১ আবেদনকারীর আইডি নম্বর (Identification Number) ২৯
১২.২ ডাটা অনলাইনে প্রেরণ ৩০
১২.৩ ডাটা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কাজের প্রবাহ চিত্র ৩০
১২.৪ উপজেলা / মেট্রো এলাকার উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদন ৩০
১৩. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপবৃত্তির হার ৩১
১৪.ডাটা প্রক্রিয়াকরণ ৩১
১৫. কেন্দ্রীয় ডাটা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ৩২
১৬. উপবৃত্তি বিতরণ পদ্ধতি ৩২
১৬.১ জি টু পি পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্থ বিতরণের একটি প্রবাহ চিত্র। ৩৩
১৭. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা ৩৪
১৮. পূর্ববর্তী প্রকল্পের উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবস্থা ৩৪
সংলগ্নীসমূহ ৩৫
সংলগ্নী-১ -উপবৃত্তির জন্য আবেদন ফরম ৩৫
সংলগ্নী-২ আবেদনপত্রের প্রশ্নসমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা, স্পষ্টীকরণ ও ব্যাখ্যা ৩৯
সংলগ্নী-৩ আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকার পত্র ৪০
সংলগ্নী-৪ এওয়ার্ড কনফারমেশন ফরম (Award Confirmation Form) ৪১
সংলগ্নী-৫ টিউশন ফি এওয়ার্ড কনফারমেশন ফরম (Award Confirmation Form) ৪২
সংলগ্নী-৬উপকারভোগী শিক্ষার্থী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির তথ্যাদি ৪৩
সংলগ্নী-৭ উপকারভোগী শিক্ষার্থী মনিটরিং ফরম ৪৪
সংলগ্নী-৮ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বদলের ফরম ৪৫
সংলগ্নী-৯ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির সহযোগিতামূলক চুক্তি ফরমেট ৪৭
সংলগ্নী-১০ উপবৃত্তি, টিউশন ফি ও অন্যান্য সুবিধাদির হার ৫২
সংলগ্নী-১১ উপবৃত্তি উপকারভোগী শিক্ষার্থীর তালিকা- ৫৩

শব্দ সংক্ষেপ

ACF	Award Confirmation Form
AD	Assistant Director
ADB	Asian Development Bank
API	Application Programming Interface
AQAU	Access and Quality Assurance Unit
BB	Bangladesh Bank
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BCC	Bangladesh Computer Council
BEFTN	Bangladesh Electronic Fund Transfer Network
BISE	Board of Intermediate and Secondary Education
BSI	Beneficiary Selecting Indicators
CAO	Chiefs Account Officer
CAP	Community Awareness Program
CDPU	Central Data Processing Unit
DD	Deputy Director
DDO	Drawing and Disbursing Officer
DEO	District Education Office
DG	Director General
DLI	Disbursement-linked Indicators
DSHE	Directorate of Second and Higher Education
EFT	Electronic Fund Transfer
EMIS	Education Management Information System
EO	Education Officer
FESP	Female Education Stipend Project
FSSAP	Female Secondary School Assistance Project
FSSP	Female Secondary Stipend Project
GOB	Government of Bangladesh
G2P	Government to Person
HIES	Household Income & Expenditure Survey
HSC	Harmonized Stipend Committee
HSC	Higher Secondary Certificate
HSP	Harmonize Stipend Program
HSPU	Harmonized Stipend Program Unit
HSSP	Higher Secondary Stipend Project
HT	Head Teacher
iBAS ++	Integrated Budget and Accounting System
IDP	International Development Program
ILASC	Institution Level Application Scrutiny Committee
JSC	Junior School Certificate
LGED	Local Government Engineering Department
MEW	Monitoring and Evaluation Wing
MFS	Mobile Financial Service
MIS	Management Information System
NEP	National Education Policy
NFSP	Nationwide Female Stipend and Free Tuition Program

NGO	Non-Government Organization
NORAD	Norwegian Agency for Development Cooperation
NSC	National Steering Committee
PECC	Primary Education Completion Certificate
P for R	Programs for Results
PIC	Program Implementation Committee
PIU	Program Implementation Unit
PMET	Prime Minister's Education Assistance Trust
PMT	Proxy Means Test
PSP	Payment Service Provider
RBL	Results-based Lending
RO	Research Officer
SAF	Student Application Form
SDG-4	Sustainable Development Goals (Quality Education)
SEDP	Secondary Education Development Project
SEQAEP	Secondary Education Quality and Access Enhancement Project
SESIP	Secondary Education Sector Investment Program
SESP	Secondary Education Stipend Project
SIP	Strategic Implementation Plan
SMC	School Management Committee
SOPs	Standard Operating Procedures
SPFMSP	Strengthening Public Finance Management for Social Protection
SPBMU	Social Protection Budget Management Unit
SPSU	Sector Program Support Unit
SSC	Secondary School Certificate
SWAp	Sector Wide Approach
TOR	Terms of Reference
UAS	Upazila Academic Supervisor
U-AVIC	Upazila Application Verification & Implementation Committee
U-SAC	Upazila Stipend Advising Committee
USE	Upazila Secondary Education
USEO	Upazila Secondary Education Officer
WB	World Bank

১. পটভূমি

বিগত প্রায় ৩৮ বছর যাবৎ বাংলাদেশে জাতীয় ভাবে ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু আছে। নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে চাঁদপুর জেলার শাহারাস্তি উপজেলায় একটি পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রীদের প্রথম নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। এর সাফল্যজনক অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় ১৯৮৭ সালে NORAD এর আর্থিক সহায়তায় গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু করা হয় এবং ১৯৯২ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর পযায়ক্রমে ১টি করে উপজেলাকে বর্ণিত কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করে বিভিন্ন এনজিও'র মাধ্যমে মোট ৬টি নতুন উপজেলায় ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। ছাত্রী উপবৃত্তির আওতাধীন এই ৬টি উপজেলার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রী ভর্তির হার গড়ে ৭.৯% থাকে ১৪% এ বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়ার হার ১৪.৭% থেকে ৩.৫% এ হ্রাস পেয়েছে। ছাত্রী উপবৃত্তির এই সাফল্য বিবেচনায় নিয়ে ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সরকার নিম্নোক্ত ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের সকল মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু করে এবং ২০০২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৭৯টি উপজেলায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু করে, যা বর্তমানে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে পরিচালিত হবে:

১.১ প্রকল্পের নাম ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	অর্থায়নকারী সংস্থা
০১	ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট	বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক
০২	মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প	বাংলাদেশ সরকার
০৩	মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প	বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি
০৪	ফিমেল এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট	বাংলাদেশ সরকার ও নোরাড [১]
০৫	হাইয়ার সেকেন্ডারি স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এইচএসএসপি)	বাংলাদেশ সরকার

১.২ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ২০ এপ্রিল, ২০১০খ্রি. তারিখে অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দেশের সকল স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে স্বহস্তে একটি লিখিত নির্দেশনা প্রদান করেন। যাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, "স্কুল/বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেক সরকারি/কলেজে/অধ্যয়নরত ছেলে ও মেয়েদের প্রতি মাসে শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে। এই বৃত্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হল ডিগ্রী পর্যন্ত ছেলে ও মেয়েদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া।

[১] প্রকল্পটি ২০০৬ সালে বন্ধ হয়ে যায়।

আ.ন.ম. তরিকুল ইসলাম
উপসচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এই বৃত্তি প্রদানের জন্য একটা ট্রাস্টি ফান্ড গঠন করতে হবে। এই ফান্ড সরকারি অনুদান বা এককালীন অর্থ প্রদানের মাধ্যমে করা হবে। যেটা করতে সহজ হয় সে পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। ফান্ড ব্যবহারের জন্য ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হবে। এই ট্রাস্টি বোর্ড ও ফান্ড সরকার বদল হলেও যাতে কেউ বন্ধ করতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

এই প্রক্রিয়ায় দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রী ডিগ্রি পর্যন্ত বিনা বেতনে লেখা পড়া করার সুযোগ পাবে। শিক্ষিত জাতি গঠনে সহায়ক হবে। দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখবে। এই ট্রাস্টি ফান্ডে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি অনুদানও গ্রহণ করা যাবে। বেসরকারি অনুদান প্রদানকারীদের নির্দিষ্ট হারে কর রেয়াত দেয়া যেতে পারে।"

১.৩ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপনের পটভূমি:

ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৭ আগস্ট, ২০১০ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপনে মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে আহ্বায়ক করে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি উপকমিটি গঠন করা হয়। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ০৯ আগষ্ট, ২০১০খ্রি. তারিখের সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)কে আহ্বায়ক করে একটি টেকনিক্যাল উপকমিটি গঠন করা হয়। যার সিদ্ধান্তের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩১ জানুয়ারি, ২০১১ খ্রি. তারিখের পত্রে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন সম্পর্কিত প্রতিবেদন, নীতিমালা ও আইনের খসড়া পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে সার-সংক্ষেপের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়। মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১১ এর খসড়া প্রণয়ন করে Rules of Business, ১৯৯৬ অনুযায়ী উক্ত ট্রাস্ট ফান্ড সংক্রান্ত প্রণীত খসড়া আইনটি ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১১ খ্রি. তারিখের মন্ত্রীসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। ১১ মার্চ, ২০১২ খ্রি. তারিখে নবম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বিল, ২০১২ পাস হয়।

গত ০৯ মার্চ, ২০২০ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-৩৭.২৪.০২.০০০.০৬.০০৮(অংশ-১).২০১৪-৭৪ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উপদেষ্টা পরিষদের ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার ৩.২ (ঙ) অনুচ্ছেদের আলোচনায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০১ জুলাই, ২০২০ খ্রি. থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিচালিত সকল উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে পরিচালিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।

১.৪ দারিদ্র্যভিত্তিক উপবৃত্তি চালুকরণ

ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যসূচক কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে একদিকে যেমন মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে ঝরে পড়ার হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস

পেয়েছে। এই দিক বিবেচনায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচির কারণে মাধ্যমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে তা ছাত্র ভর্তির হারকেও ছাড়িয়ে যায়। দেশব্যাপী ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচির শুরুতে যেখানে ছাত্রী ভর্তির হার ৩৩% ছিল ২০০০ সালে তা ৫৩% এ উন্নীত হয়। ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচি একদিকে যেমন মাধ্যমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির হার ও ঝরে পড়ার হার হ্রাসের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষায় দীর্ঘদিনের লৈঙ্গিক বৈষম্য দূর করেছে, অন্যদিকে ছাত্রী ভর্তির হার ছাত্র ভর্তির হারের চেয়ে বেশি হওয়ায় আর এক ধরনের লৈঙ্গিক বৈষম্য ও সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়েছে। উপযুক্ত সমস্যা দূরীকরণার্থে এবং লৈঙ্গিক সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে ছাত্রীদের সাথে ছাত্রদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে নিম্নোক্ত চারটি প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্যভিত্তিক উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করে।

১.৫ প্রকল্পভিত্তিক উপজেলা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও উপকারভোগীর সংখ্যা

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	আওতাধীন উপজেলা	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	উপকারভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া	অর্থায়নকারী
০১	সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)	৫৪	২৯২০	২৯৯৪৩২	দারিদ্র্য সূচক[২] ভিত্তিক (পিটিসি)	বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি
০২	সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড একসেস এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)	২৫০	১১৯০৭	১৮৭৫০৬৮	প্রক্সি মিন্স টেস্টিং (পিএমটি)[৩] ভিত্তিক	বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব ব্যাংক
০৩	সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এসইএসপি)	১৮৭	১৩০০০	১১০৭০৩১	দারিদ্র্য সূচক ভিত্তিক (পিটিসি)	বাংলাদেশ সরকার
০৪	হাইয়ার সেকেন্ডারি স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এইচএসএসপি)	৪৭৯	৭০০০	৫২০১৫৬	দারিদ্র্য সূচক ভিত্তিক (পিটিসি)	বাংলাদেশ সরকার

১.৬ প্রকল্পসমূহ থেকে উদ্ভুত ফলাফল

উপবৃত্তি কর্মসূচির উদ্দেশ্য দেশব্যাপী এক এবং অভিন্ন হলেও ৪টি ভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ফলাফলেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্ণিত ৪ টি প্রকল্পের অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিন্নতার কারণে প্রকল্প দলিল প্রস্তুতে ভিন্নতা, উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ার ভিন্নতা, একই শ্রেণির উপবৃত্তির হার ও

---

[২] শিক্ষার্থীর পিতা/অভিভাবক ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক; পিতা/অভিভাবকের বার্ষিক আয় ৩০,০০০/= টাকার নিম্নে; দুস্থ/অসহায় গোষ্ঠি (যেমন: এতিম, অন্ধ); উপার্জেনে অসমর্থ/বিকলাঙ্গ (যেমন: পঙ্গু, অন্ধ, বোবা ইত্যাদি) পিতা/মাতার সন্তান; নদী ভাঙ্গন কবলিত/বাস্তুহারা ও অস্বচ্ছল পরিবারের সন্তান; নিম্ন আয়ের শ্রমজীবি (যেমন: রিক্সাচালক, দিনমজুর ইত্যাদি) অভিভাবকের সন্তান; অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার সন্তান।

* উপরের যেকোনো একটি মানদন্ড উক্ত শিক্ষার্থী Pro-poor কর্মসূচির আওতায় আসবে, তবে একাধিক অতি দরিদ্র শিক্ষার্থী যদি একই মানদন্ডের আওতায় পড়ে, সেক্ষেত্রে একাধিক মানদন্ডের আওতায় পড়ে এমন শিক্ষার্থী প্রাধান্য পাবে।

[৩] পিএমটি পদ্ধতিতে একটি প্রশ্নমালার মাধ্যমে পরিবারের ব্যয় বা ব্যবহারের সাথে সূচকসমূহকে যুক্ত করে পরিবারের আয়ের অনুমান করে এবং এর ভিত্তিতে সুবিধাভোগী নির্বাচন করে।

বেতন ভর্তুকির ভিন্নতা, উপবৃত্তি বিতরণ প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির বৈসদৃশ্যতার কারণে সারাদেশে এর ফলাফলেও প্রচুর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো সারাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের ভিন্নতা থাকলেও উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের একই বিবেচনায় নির্বাচন করা হয়েছে বিধায় দেশের চর, হাওড়, দ্বীপ, উপকূলীয় অঞ্চল ও পাহাড়ি এলাকার শিক্ষার্থীরা সমতাভিত্তিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। নিম্নে প্রকল্পসমূহের উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার একটি তুলনামূলক বিবরণী প্রদান করা হলো:

১.৭ প্রকল্পসমূহের তুলনামূলক বিবরণী

সূচক	প্রকল্পসমূহের নাম			
	সেসিপ	সেকায়েপ	এসইএসপি	এইসএসএসপি
উদ্দেশ্য	গরীব শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান এবং প্রতিষ্ঠানের বেতন মওকুফের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি ও ঝরে পড়ার হার হ্রাস করা	গরীব শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান এবং প্রতিষ্ঠানের বেতন মওকুফের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি ও ঝরে পড়ার হার হ্রাস করা	গরীব শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান এবং প্রতিষ্ঠানের বেতন মওকুফের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি ও ঝরে পড়ার হার হ্রাস করা	গরীব শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান ও বেতন মওকুফ করা, বিজ্ঞান শিক্ষায় উদবুদ্ধ করা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে শিক্ষার্থীদের উদবুদ্ধ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভুমিকা রাখা
আওতাধীন উপজেলার সংখ্যা	৫৪	২৫০	১৮৩	৪৭৯ উপজেলা এবং ৪ মেট্রো থানাসহ মোট ৪৯৩
অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান	বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি	বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক	বাংলাদেশ সরকার	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২৯২০	১১৯০৭	১৩০০০	৭০০০
উপকারভোগীর সংখ্যা	ছাত্র-৯৭৩৪৫ ছাত্রী-২০২০৮৭	ছাত্র-৭৪৮৫৪৮ ছাত্রী-১১২৬৫২০	ছাত্র-২৩৬৫৮৪ ছাত্রী-৮৭০৪৮৫	ছাত্র-১০৩৬৬১ ছাত্রী-৪১৬৫০৬
উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া	দারিদ্র্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি নির্বাচন করে। ছাত্র-২০% ছাত্রী-৩০%	পি এম টি পদ্ধতির মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করে।	দারিদ্র্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি নির্বাচন করে। ছাত্র-১০% ছাত্রী-৩০%	দারিদ্র্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি নির্বাচন করে। ছাত্র-১০% ছাত্রী-৩০%
উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তাবলী	ক)কমপক্ষে ৭৫% উপস্থিতি; খ) ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে বার্ষিক পরীক্ষায় ৩৩% নম্বর, ৮ম ও৯ম শ্রেণিতে বার্ষিক	ক)কমপক্ষে ৭৫% উপস্থিতি; খ)বার্ষিক পরীক্ষায় ৩৩% নম্বর থাকতে হবে; গ) অবিবাহিত থাকতে হবে	ক)কমপক্ষে ৭৫% উপস্থিতি; খ) ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে বার্ষিক পরীক্ষায় ৩৩% নম্বর, ৮ম ও ৯ম শ্রেণিতে বার্ষিক পরীক্ষায় ৪০%	ক)কমপক্ষে ৭৫% উপস্থিতি; খ) ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে হবে।

সূচক	প্রকল্পসমূহের নাম			
	সেসিপ	সেকায়েপ	এসইএসপি	এইসএসএসপি
	পরীক্ষায় ৪০% নম্বর,এবং ১০ম শ্রেণিতে টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; গ) অবিবাহিত থাকতে হবে।		নম্বর,এবং ১০ম শ্রেণিতে টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; গ) অবিবাহিত থাকতে হবে।	
উপবৃত্তির হার (মাসিক)	৬ষ্ঠ শ্রেণি-১০০/ ৭ম-------১০০/ ৮ম-------১২৫/ ৯ম------২১০/ ১০ম------২১০/ এসএসসি পরীক্ষার ফি-৭৫০/	৬ষ্ঠ শ্রেণি-১০০/ ৭ম-------১২৫/ ৮ম-------১৬০/ ৯ম-------১৮০/ ১০ম------২০০/ এসএসসি পরীক্ষার ফি-৭৫০/	৬ষ্ঠ শ্রেণি-১০০/ ৭ম-------১০০/ ৮ম-------১২০/ ৯ম-------১৫০/ ১০ম------১৫০/ এসএসসি পরীক্ষার ফি-৭৫০/	১১শ বিজ্ঞান-১৭৫/ ১১শ অন্যান্য-১২৫/ ১২শ বিজ্ঞান-১৭৫/ ১২শ অন্যান্য-১২৫/
টিউশন ফি	৬ষ্ঠ শ্রেণি-১৫/ ৭ম------ ১৫/ ৮ম-------১৫/ ৯ম-------২০/ ১০ম------২০/	৬ষ্ঠ শ্রেণি-১৫/ ৭ম------ ১৫/ ৮ম-------১৫/ ৯ম-------২০/ ১০ম------২০/	৬ষ্ঠ শ্রেণি-১৫/ ৭ম ------ ১৫/ ৮ম-------১৫/ ৯ম-------২০/ ১০ম------২০/	১১শ-১২শ শ্রেণি-৫০/ বই ক্রয় বিজ্ঞান-৭০০/ অন্যান্য-৬০০/ পরীক্ষার ফি বিজ্ঞান-৯০০/ অন্যান্য-৬০০/
অন্যান্য সুবিধা	নাই	ক)প্রতি শ্রেণির প্রথম শিক্ষার্থী বছরে ৫০০/ করে। খ) এস এস সি/ দাখিল পাস শিক্ষার্থীরা এককালীন ১৫০০/ টাকা। গ)প্রতি উপজেলা থেকে ৩টি প্রতিষ্ঠান ১ লক্ষ টাকা করে এচিভমেন্ট এওয়ার্ড পায়।	১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত ৩ (জানু-মার্চ) মাসের উপবৃত্তি পায়।	নাই
বিতরণ প্রক্রিয়া	অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে বিকাশের কারিগরি সহায়তায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত হিসাবেপ্রেরণ করা হয়।	অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত হিসাবেপ্রেরণ করা হয়।	ডাচ-বাংলা ব্যাংকের কারিগরি সহায়তায় অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংক ব্যবহার করে অভিভাবকের হিসাবে প্রেরণ করা হয়।	২০১৫ জুন থেকে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের কারিগরি সহায়তায় অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংক ব্যবহার করে সরাসরি শিক্ষার্থীর হিসাবে প্রেরণ করা হয়।
কিস্তি	অর্ধ বার্ষিক হারে মে ও নভেম্বর মাসে	অর্ধ বার্ষিক হারে জুন ও নভেম্বর মাসে	অর্ধ বার্ষিক হারে মে –জুন মাসে এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর	অর্ধ বার্ষিক হারে মে ও নভেম্বর মাসে

সূচক	প্রকল্পসমূহের নাম			
	সেসিপ	সেকায়েপ	এসইএসপি	এইসএসএসপি
উপবৃত্তি ব্যবস্থাপনা	এসপিএসইউ এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে	পিআইইউ /স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ/ এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে	এসপিএসইউ এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে	এসপিএসইউ এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে

২. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টম্যান্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) এর কর্মসূচি দলিলের প্রধান কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৭ কোটি লোকের বাস এই বিরাট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী। আমাদের দেশে ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে জনগোষ্ঠীর সুযোগ সুবিধাও ভিন্ন। ১৯৯৪ সালে দেশে ৪টি উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে নারীশিক্ষার প্রসার শুরু হয়েছিল তা এখন মাধ্যমিক শিক্ষায় পুরুষদের ভর্তির হারকেও অতিক্রম করেছে। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক এলাকা আছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা ভৌগোলিকভাবে প্রতিকূল অবস্থানের কারণে উপবৃত্তি কার্যক্রমের সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। তাছাড়াও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education) এখন সময়ের দাবি। এই সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক শিক্ষার মূল-স্রোতধারায় নিয়ে আসার প্রত্যাশা নিয়েই সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

২.১ সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে সারাদেশে 'সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি' চালুকরণের লক্ষ্যে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)-এর আওতায় একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো-

- ৪টি প্রকল্পের কার্যক্রমকে একীভূত করে সারা দেশের জন্য ১টি কর্মসূচিতে রূপান্তর করা;
- সারাদেশে শিক্ষার্থী উপবৃত্তি কর্মসূচিতে এক নীতি ও একই হার চালু করা;
- অতি দরিদ্র ও ভৌগোলিক অবস্থানে পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি করা;
- সামাজিকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে দারিদ্র্য দূর করা;
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিবিড় সমন্বয়-এর মাধ্যমে সোয়াপ (SWAP) নীতি বাস্তবায়ন করা;
- মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা এবং শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে সম অধিকার নিশ্চিত করা;
- Sustainable Development Goal SDG-4 এর শর্ত অনুযায়ী মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীর বিনা বেতনে শিক্ষা নিশ্চিত করা;
- ডিজিটাল পদ্ধতির প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্প সময়ে বিনা খরচে জি-টু-পি পদ্ধতিতে সরাসরি উপকারভোগী/ অভিভাবকের অনলাইন ব্যাংক হিসাবে উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অর্থ প্রেরণ করা।

২.২ SDG (Sustainable Development Goal-এর সাথে সংশ্লিষ্টতা

কার্যক্রম	SDG-4 এর সাথে সংশ্লিষ্টতা
• সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি অনুমোদন • সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি এর কার্যক্রম ম্যানুয়েল অনুমোদন • মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তির হার বৃদ্ধি ও ঝরে পড়ার হার রোধ কল্পে গণমাধ্যমে প্রচারণার জন্য কর্মকৌশল নির্ধারণ • ৬ষ্ঠ-১২শ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রচারণা • উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন করার জন্য (Baseline Survey Validation) পূর্ব-জরিপ কাজ যাচাই করা • সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন পদ্ধতি, উপবৃত্তি চালু রাখার যোগ্যতার বিষয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান, পরিচালনা কমিটির সদস্যদের এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদের নিয়ে Orientation Programপরিচালনা করা • মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তির হার বৃদ্ধি ও ঝরে পড়ার হার রোধ কল্পে গণমাধ্যমে প্রচারণা করা ○ মাইকিং, শর্ট ফিল্ম, নাটক প্রচার এবং পোস্টার লিফলেইট ইত্যাদি বিতরণ করা ○ রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রে প্রচারণা ○ মাঠ পর্যায়ে সামাজিক গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও শিক্ষামেলার আয়োজন করা • সারা দেশের সকল উপজেলায় যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সমন্বিত উপবৃত্তি চালু করা • সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপর দেশব্যাপী মধ্যবর্তী সমীক্ষা পরিচালনা করা ও প্রতিবেদন সকল অংশীজন পর্যায়ে প্রেরণ করা • সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপর সমাপ্তি সমীক্ষা (End line verification Survey) পরিচালনা করা ও প্রতিবেদন সকল অংশীজন পর্যায়ে প্রেরণ করা • সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচিশেষে ফলাফল প্রভাবক (Impact Study)সমীক্ষা পরিচালনা করাএবং এর প্রতিবেদন সবার জন্য উন্মুক্ত করা এবং উপবৃত্তি উপকারভোগীদের একটি ডাটা বেইস (Database) সংরক্ষণ করা।	সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি SDG-4 এর নিম্নে বর্ণিত লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে: **SDG-4.1** ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সকল ছেলে মেয়ে প্রাসঙ্গিক, কার্যকরও ফলপ্রসূ, অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক এবং গুণগত মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা; **SDG-4.4** চাকুরি ও শোভন কর্মে সুযোগ লাভ এবং উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য যথাযথ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো; **SDG-4.5** অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠীসহ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো।

৩.সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতাধীন এলাকা ও উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

কিছু ব্যতিক্রম বাদে সারাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ কর্মসূচির আওতায় থাকবে। আবেদনপত্রের তথ্যাদির ভিত্তিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে।

৩.১ সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতাধীন এলাকা

দেশের সকল ভৌগোলিক এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সকল স্কুল-কলেজ এবং দাখিল ও আলিম মাদ্রাসা এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবে।

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন	উপজেলা ও থানা
০৮	৬৪	১২	৪৯২ ও ২৫[৪]

৩.২ উপকারভোগী শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন প্রক্রিয়া

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়াটি মূলতঃ দারিদ্র্য ও প্রক্সি মিন্স টেস্টিং যৌথ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্যাদি যাচাই বাছাই এবং একটি বিশেষায়িত Software এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬ সালে Household Income Expenditure Survey ২০১৬ (HIES) এ ব্যবহৃত প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে বিনির্দেশকগুলো তৈরি করা হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ায় সারা বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সকল স্কুল-কলেজ, দাখিল-আলিম মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীগণ উপবৃত্তির আওতাভুক্ত থাকবে। শুধুমাত্র ৬ষ্ঠ এবং ১১শ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচির আওতায় উপবৃত্তি প্রাপ্তির আবেদন করতে পারবে। তবে ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যারা উপবৃত্তি কর্মসূচি বহির্ভূত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে জেএসসি / জেডিসি পাস করে নতুন ভর্তি হয়েছে তারাও উপবৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। অন্যান্য শ্রেণির উপবৃত্তি সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে। ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণির নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বিরতিহীনভাবে শর্তসাপেক্ষে এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত ও ১১শ শ্রেণির নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বিরতিহীনভাবে শর্তসাপেক্ষে ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত উপবৃত্তি পাবে।

উপবৃত্তি উপকারভোগী একজন শিক্ষার্থী নিম্নেবর্ণিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে নিরবচ্ছিন্নভাবে উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্যতা লাভ করবে।

- শতকরা ৭৫ ভাগ প্রাতিষ্ঠানিক কর্মদিবসে উপস্থিত থাকতে হবে;

[৪] সদর উপজেলা নেই এমন চারটি সিটি কর্পোরেশনে ২৫টি থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- বার্ষিক এবং অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম শতকরা ৪৫ ভাগ নম্বর পেতে হবে;
- উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে হবে;
- অন্য কোনো সরকারি উৎস থেকে উপবৃত্তি অথবা অভিভাবক কর্তৃক শিক্ষাভাতা গ্রহণ করা যাবেনা।[৫]

সূত্র: অর্থ বিভাগের স্মারক নং ০৭-০০-০০০০-১০২-২০-০০৫-১৯-৪৯৯; তারিখ ৩০ জুন২০১৯খ্রি.

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা ও গাইডলাইন অনুসরণের মাধ্যমে সারাদেশে ৬ষ্ঠ, ৯ম ও ১১শ শ্রেণির আবেদনকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে। তবে ঐ তিন শ্রেণিতে সারাদেশে মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর ন্যূনতম শতকরা ৩০ ভাগ শিক্ষার্থী এ কর্মসূচির আওতায় আসবে।

উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচনে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে-

- দারিদ্র্য নিরূপণের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর Household Income Expenditure Survey ২০১৬ (HIES-২০১৬) এ ব্যবহৃত প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে একটি নমুনা আবেদনপত্রে (সংলগ্নী-১) আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের প্রশ্নমালা স্পষ্টীকরণ সংক্রান্ত ব্যাখ্য ও সংজ্ঞা (সংলগ্নী-২)।
- **৬ষ্ঠ ও ১১শ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত সকল শিক্ষার্থী উপবৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবে এবং উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতাভুক্ত নয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ৯ম শ্রেণিতে নতুনভাবে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীগণ উপবৃত্তি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত আবেদন করতে পারবে।**
- প্রাতিষ্ঠানিক ও উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকার উপদেষ্টা কমিটি শিক্ষার্থীর আবেদনের তথ্যাদির সত্যতা যাচাই বাছাই করার জন্য দায়ী থাকবে।
- আবেদনপত্রসমূহের তথ্যাদি যাচাই বাছাই শেষে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ইএমআইএস কর্তৃক প্রদত্ত একটি সফটওয়্যারে সকল ডাটা লিপিবদ্ধ হবে।
- ডাটা এন্ট্রির পর প্রতিষ্ঠান থেকেই সকল তথ্যাদি অনলাইনে উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার[৬] বরাবর প্রেরণ করতে হবে।
- উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সকল আবেদনপত্র উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকার উপদেষ্টা কমিটির বিবেচনার জন্য পেশ করবেন এবং এডভাইজারি কমিটির অনুমোদন নিয়ে উপবৃত্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তথ্য উপজেলা/থানা হতে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের এমআইএস সেল এ প্রেরণ করা হবে এবং একইসাথে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর তথ্য সংরক্ষণের জন্য উপজেলা/থানা হতে ব্যানবেইজ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ইএমআইএস সেলে প্রেরণ করা হবে।
- সারাদেশের উপবৃত্তি উপকারভোগী শিক্ষার্থী কেন্দ্রীয়ভাবে প্রধান মন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট অফিসের EMIS Cell-এর প্রযুক্তিগত সহায়তায় HSP (Harmonized Stipend Program) Unit কর্তৃক নির্বাচিত হবে।

---

[৫] **মেধাবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী দারিদ্র্যের সূচকে যোগ্য বিবেচিত হলে তাদের উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য অযোগ্য করা যাবেনা।**

[৬] থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস রয়েছে এমন মেট্রোপলিটান এলাকার জন্য গঠিত উপদেষ্টা কমিটি বরাবর প্রেরণের জন্য।

- শিক্ষার্থীর আবেদনপত্রের প্রশ্নাবলীর উপর প্রশ্নের গুরুত্ব অনুযায়ী মোট ১০০ নম্বরের Weightage প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।
- উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন লৈঙ্গিক ভিত্তিতে নয় বরং দারিদ্র্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে। ফলে এই প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম বেশি হতে পারে।
- উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন সারদেশের ৬ষ্ঠ, ৯ম ও ১১শ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগের কম হবে না।
- শারীরিক প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ, প্রাক্তন ছিটমহলের বাসিন্দা এবং মুক্তিযোদ্ধার নাতি/নাতনী যথাযথ যাচাই বাছাইয়ের পর সরাসরি এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।
- **সকল শিক্ষার্থীর জন্মসনদ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ কারণে কোনো শিক্ষার্থীর জন্মসনদ না থাকলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে অভিভাবকগণের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে জন্মসনদ সংগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।**[৭]
- Harmonized Stipend Program এর সকল ডাটা এবং তথ্যাদি অর্থ মন্ত্রণালয়ের Strengthening Public Finance Management for Social Protection (SPFMSP) প্রকল্পের মাধ্যমে Bangladesh Computer Council (BCC) Server-এ সুরক্ষিত থাকবে।
- এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর Strengthening Public Finance Management for Social Protection (SPFMSP) প্রকল্পের প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে **অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত** G2P **পদ্ধতিতে** সরাসরি শিক্ষার্থী / অভিভাবকের অনলাইন মোবাইল ব্যাংক/ ব্যাংক হিসাবে **মাসিক ভিত্তিতে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে।**

৩.৩ সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির এম,আই,এস (MIS)

G2P (Government to Person) system এর মাধ্যমে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদির অর্থ সরাসরি সুবিতরণের ক্ষেত্রে এক মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়েছে, অর্থাৎ উপবৃত্তির অর্থ সরকারি কোষাগার থেকে সরাসরি উপকারভোগী শিক্ষার্থী / অভিভাবকের অনলাইন ব্যাংক হিসাব/মোবাইল ব্যাংক হিসাবে জমা হবে। এজন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের Strengthening Public Finance Management for Social Protection (SPFMSP) প্রকল্পের প্রযুক্তিগত সহায়তা নেয়া হয়েছে। এজন্য সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির এম.আই.এস ডাটা বর্ণিত প্রকল্পের SPBMU (Social Protection Budget Management Unit) MIS এর সাথে সংযুক্ত থাকবে যাতে উপবৃত্তির অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের EFTNW (Electronic Fund Transfer Network) মাধ্যমে প্রেরণ করা যায়।

[৭] **CRVS-এর আওতায় ব্যানবেইস কর্তৃক শিক্ষার্থীগণের ইউনিক আইডি চালু না হওয়া পর্যন্ত জন্মসনদের নম্বর আবেদনকারী শিক্ষার্থীর Applicant ID হিসাবে এবং উপবৃত্তির জন্য বিবেচিত হলে Stipend ID হিসেবে ব্যবহৃত হবে। CRVS-এর আওতায় শিক্ষার্থীগণের ইউনিক আইডি চালু হলে এটি উপবৃত্তিসহ সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীগণের ইউনিক আইডি হিসেবে ব্যবহৃত হবে** এবং এই আইডি দিয়েই প্রয়োজনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিবর্তন হলেও উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু রাখা যাবে।

৩.৪ উপবৃত্তির এম.আই.এস এ উপবৃত্তি চালু রাখার শর্তাদির স্বয়ংক্রিয়তা (অটোমেশন)

একজন শিক্ষার্থী উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর এবং তা চালু রাখার জন্য যে সকল শর্তাদি শিক্ষার্থীকে পালন করতে হবে তার মডিউল এই এমআইএস এর মধ্যেই তৈরি করা হয়েছে। এগুলো মাঠপর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত করা হয়েছে। শর্তাদির মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীর গড় উপস্থিতি, বার্ষিক ও সাময়িক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর, বৈবাহিক অবস্থা ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকেই এই শর্তাদির ডাটা সফটওয়্যার এপ্লিকেশনে এন্ট্রি দেয়ার সুযোগ থাকবে।

৩.৫ সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপকারভোগী

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী হিসাবে সাধারণতঃ তৃতীয় লিঙ্গ, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন ছিটমহল-এ অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সরাসরি বিবেচনা করা হবে। তবে এই কর্মসূচির দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের স্বার্থে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান, শ্রেণি শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাগণের জন্য ওরিয়েন্টেশন ট্রেইনিং এর ব্যবস্থা থাকবে।

সূত্রঃ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের স্মারক নং৩৭-০০-০০০০-০৮১-৯৮-০০১-১৯-২৩৭; তারিখ ১১ জুলাই ২০১৯খ্রি.

৪. কর্মসূচির সম্ভাব্য বার্ষিক ব্যয়

এই কর্মসূচি থেকে প্রায় ৪০ লক্ষ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাবে বলে আশা করা যায়। উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য ৪৪টি নির্দেশক/সূচকসহ একটি আবেদন ফরম রয়েছে যা সংলগ্নী-০১ এ দেয়া আছে। এই আবেদন ফরমটি মূলতঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬ সনের খানাসমূহের আয়-ব্যয় জরিপে (Household Income Expenditure Survey ২০১৬) ব্যবহৃত প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। প্রতি প্রশ্নের গুরুত্ব অনুযায়ী মোট ১০০ নম্বর প্রদানের মাধ্যমে একটি নির্ধারণী নম্বর ধরে সফটওয়্যারের মাধ্যমে উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। তবে ৬ষ্ঠ-১১শ শ্রেণি পর্যন্ত দেশের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যার কমপক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ শিক্ষার্থী এই কর্মসূচির আওতায় আসবে। নিম্নের সারণিতে বছরওয়ারী এই কর্মসূচির উপবৃত্তি, বই ক্রয়, পরীক্ষার ফি, বেতন ভর্তুকি, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বাবদ একটি প্রাক্কলিত ব্যয় বিবরণী দেয়া হলো।

প্রাক্কলিত ব্যয়	বছর-১ অর্থ-বর্ষ ২০১৮-১৯	বছর-২ অর্থ-বর্ষ ২০১৯-২০	বছর-৩ অর্থবর্ষ ২০২০-২১	বছর-৪ অর্থ-বর্ষ ২০২১-২২	বছর-৫ অর্থ-বর্ষ ২০২২-২৩	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
	৬৯২০০	২৪৬৪৫৫	২৮৪১০৯	২৭৬৮২৬	২৭২০৬১	১১৪৮৬৫৩
মোট ব্যয়ের %	৬-০২	২১-৪৬	২৪-৭৩	২৪-১০	২৩-৬৯	১০০-০০

৫. প্রশিক্ষণ ব্যয়

প্রশিক্ষণের ধরণ	কোর্সের সংখ্যা	দিনের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
উপজেলা সদরে প্রতিষ্ঠানপ্রধান,প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণের জন্য অবহিতকরণ কোর্স (অংশগ্রহণকারী আনুমানিক ১২০ জন)	৫০০	১দিন	৫০০*১২০= ৬০০০০	৫০০
জেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য অবহিতকরণ কোর্স	০৮	১(এক)দিন	৮*৭৫=৬০০	৪৮-০০

৬. কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া-

৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে চালুকৃত উপবৃত্তি কার্যক্রমকে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে একীভূত করে সারাদেশে একনীতি ও একই হারের ভিত্তিতে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

৬.১ কর্মসূচির ডাটা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

এ কর্মসূচির আওতায় আনুমানিক ৪০ লক্ষ শিক্ষার্থী উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর ডাটা প্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকেই একটি বিশেষ সফটওয়্যার এপ্লিকেশনে এন্ট্রি দেয়া হবে এবং প্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকেই উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার-এর মাধ্যমে উপবৃত্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তথ্য উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস হতে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের এমআইএস সেল এ প্রেরণ করা হবে; একইসাথে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর তথ্য সংরক্ষণের জন্য উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস হতে ব্যানবেইজ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ইএমআইএস সেলে প্রেরণ করা হবে। বর্ণিত ডাটার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সার্ভারে থাকবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায় ও উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকার উপদেষ্টা কমিটি শুধু শিক্ষার্থীদের আবেদনপত্রের তথ্যাদির সঠিকতা সমন্ধে নিশ্চয়তা প্রদান করবে। নিম্নে ডাটা ব্যবস্থাপনা প্রবাহচিত্রের একটি নমুনা দেয়া হলো:

৬.২ কর্মসূচির এমআইএস ডাটা ব্যবস্থাপনা প্রবাহচিত্র

প্রবাহচিত্র পরিবর্তনের কাজ চলমান রয়েছে। পরিবর্তন সাপেক্ষে সংযোজন করা হবে।

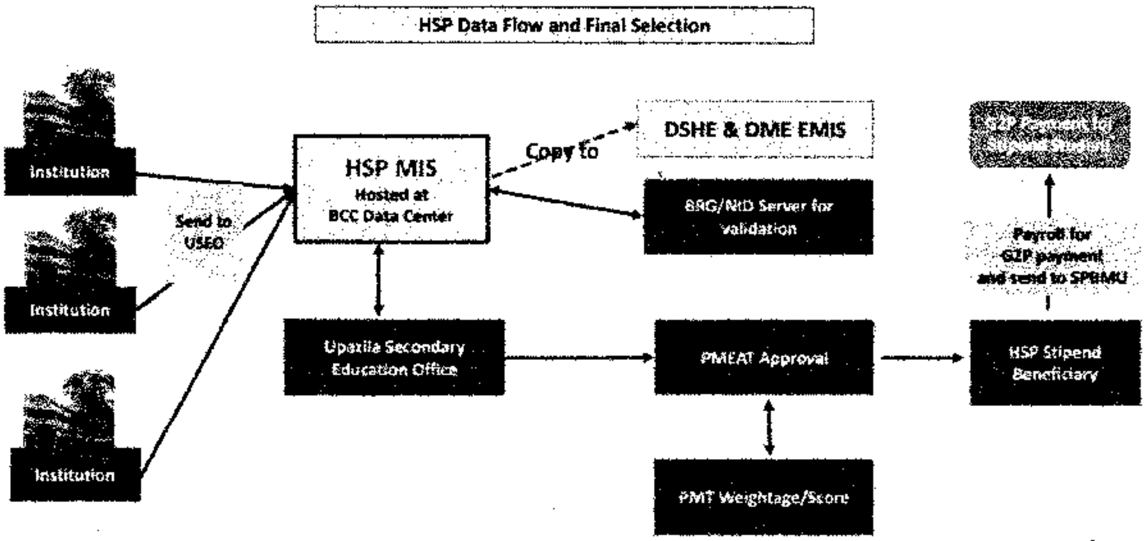

৬.৩ উপবৃত্তি, টিউশন ফি ও অন্যান্য সুবিধাদির অর্থ বিতরণ ব্যবস্থা

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গড় উপস্থিতি, সাময়িক পরীক্ষার ফলাফল এবং বৈবাহিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ সম্পন্ন করা হবে। উপবৃত্তির জন্য এসব তথ্য প্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকেই প্রতিষ্ঠানপ্রধান সুনির্দিষ্ট সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেয়ার ব্যবস্থা নিবেন এবং অনলাইনে উপজেলা মাধ্যমিক/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার-এর মাধ্যমে ইএমআইএস সেলে প্রেরণ করবেন। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার পূর্বে বর্ণিত তথ্যাদির ভিত্তিতে উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্য শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বরাবর অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবেন। শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক SPBMU MIS (Social Protection Budget Management Unit's Management Information System-এর মাধ্যমে ডাটা যাচাই এবং পরিশুদ্ধতার (Validation) পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে সকল ডাটা IBAS++(Integrated Budget and Accounting System)-এ স্থানান্তরিত হবে। কর্মসূচির আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুবিধাদির অর্থ প্রাপ্তির জন্য বিল প্রস্তুত করে অনলাইনেই প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করবেন। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় অডিট সম্পন্ন সাপেক্ষে বিল পাস করে IBAS ++(Integrated Budget and Accounting System)-এর মাধ্যমে EFT (Electronic Fund Transfer) তৈরি করে বিতরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করবেন। বাংলাদেশ ব্যাংক তখন শিক্ষার্থী/অভিভাবকের পছন্দের নির্ধারিত অনলাইন ব্যাংক হিসাব/মোবাইল ফিনান্সিয়েল সার্ভিস প্রোভাইডার এর ব্যাংক হিসাবে (বিকাশ, রকেট, সিউর ক্যাশ নগদ ইত্যাদি) সরাসরি অর্থ প্রেরণ করবেন। নিম্নে উপবৃত্তি, টিউশন ফি, পরীক্ষার ফি,বই ক্রয় ও অন্যান্য সুবিধাদির অর্থ বিতরণের একটি প্রবাহ চিত্র দেয়া হলো-

৬.৪ উপবৃত্তি, টিউশন ফি, পরীক্ষার ফি, বই ক্রয় ও অন্যান্য সুবিধাদির অর্থ বিতরণের প্রবাহ চিত্র

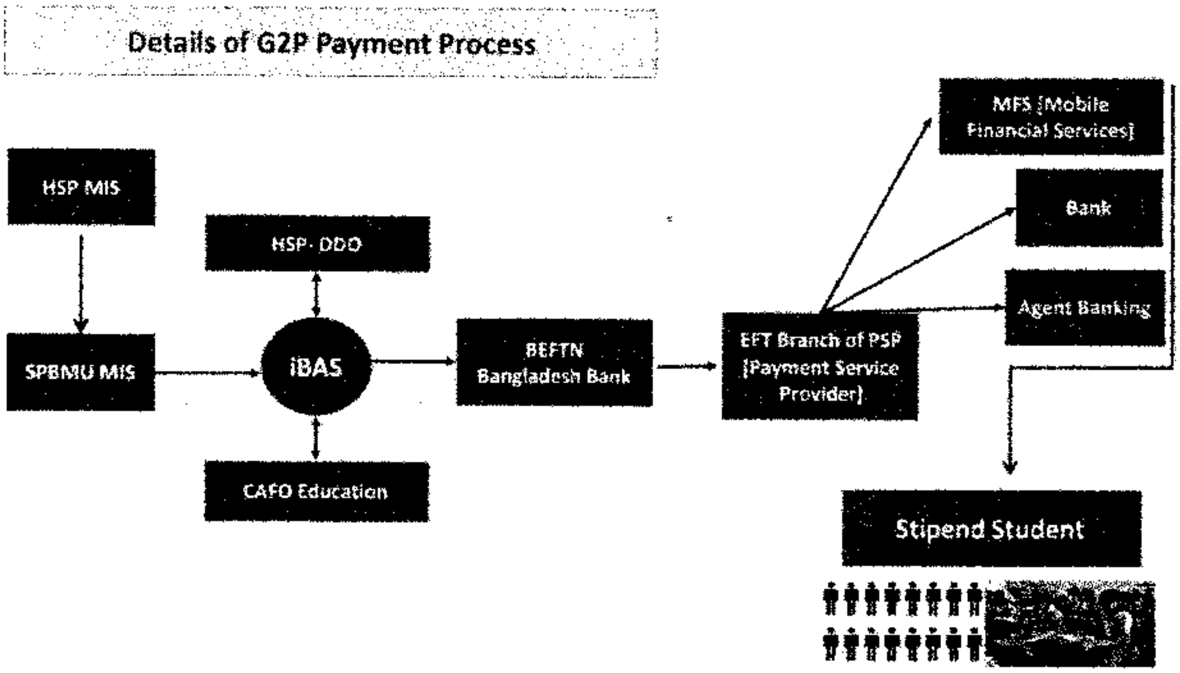

৭. কর্মসূচির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

এই কর্মসূচি পরিদর্শন,পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা থেকে জাতীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের উপর ন্যস্ত থাকবে। উপজেলা/থানা একাডেমিক সুপারভাইজার, উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিসার, পরিচালক (আঞ্চলিক কার্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশিঅ), মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম মাঝে মাঝে কর্মসূচি পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন এবং উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে **প্রতিষ্ঠান পর্যায় হতে প্রদত্ত শিক্ষার্থীদের তথ্যের সত্যতা যাচাই করবেন।** এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড এবং এতদসম্পর্কিত উপদেষ্টা পরিষদ সময়ে সময়ে এই কার্যক্রম পর্যালোচনা করে সুষ্ঠু বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/পরামর্শ/উপদেশ প্রদান করবেন। তদুপরি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কর্মসূচির প্রভাব জরিপ করার জন্যও কর্মসূচির দলিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে।

৮. সমন্বিত উপবৃত্তি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটিসমূহ

সমন্বিত উপবৃত্তি কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ১টি, উপজেলা ও মেট্রো এলাকার জন্য পৃথক ২টি উপদেষ্টা কমিটি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ে (মেট্রো ও মেট্রো বহির্ভূত এলাকার) পৃথক আরো ২টিসহ মোট ৫টি কমিটি কাজ করবে। কমিটিসমূহ ও কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

৮.১ উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি

সমন্বিত উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি একটি আন্তঃসংস্থা/মন্ত্রণালয় পর্যায়ের সর্বোচ্চ জাতীয় কমিটি। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এই কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। এই কমিটি উপবৃত্তি বিষয়ক যেকোনো সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা, নতুন নীতি গ্রহণ, উদ্ভুত যেকোনো সমস্যার সমাধান এবং কর্মসূচির সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবেন। এই কমিটি কমপক্ষে প্রতি তিন মাসে একবার এবং প্রয়োজনে একাধিকবার বসতে পারবে।

সমন্বিত উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটির গঠন নিম্নরূপ:

ক্র.নং	কর্মকর্তা	কমিটিতে পদবি
১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক , প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	সভাপতি
২.	যুগ্ম /উপসচিব, মাউশিবি শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	যুগ্ম /উপসচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ	সদস্য
৪.	যুগ্ম-সচিব, বাজেট-১ অর্থ বিভাগ	সদস্য
৫.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের একজন পরিচালক	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি মাউশিঅ (১ জন পরিচালক)	সদস্য

ক্র.নং	কর্মকর্তা	কমিটিতে পদবি
৭.	প্রতিনিধি মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি ব্যানবেইস (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি এসপিএমএফএসপি প্রকল্প ,অর্থ বিভাগ	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি এসইডিপি (পিসিইউ)	সদস্য
১২.	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাউশি অধিদপ্তর	সদস্য
১৩.	পরিচালক, সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি (স্কিম)	সদস্য-সচিব

৮.১.১. উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটির কর্মপরিধি

i. উপবৃত্তি কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে।
ii. নির্দিষ্ট সময় অন্তর কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে।
iii. উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য আবেদন ফরম মূল্যায়ন করে নির্বাচনী নম্বর (Cut-off mark) নির্ধারণ করবে।
iv. উপকারভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাধ্যমিক পর্যায়ের মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যার ন্যূনতম ৩০% নিশ্চিত করবে।
v. উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী করার জন্য নবতর কলা কৌশল চালু করবে।
vi. উপবৃত্তি কার্যক্রমে সমাজে প্রভাব পরিমাপে সময়ে সময়ে সমীক্ষা পরিচালনা করবে।
vii. কমিটি প্রয়োজনে যেকোনো কর্মকর্তা/ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করবে।
viii. কমিটি কমপক্ষে প্রতি তিন মাসে একবার এবং প্রয়োজনে একাধিকবার বসতে পারবে।

৮.২ উপজেলা/মেট্রোপলিটন এলাকার উপদেষ্টা কমিটি

এই কমিটি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহের তথ্যাদির সঠিকতা প্রয়োজনে পুনরায় যাচাই বাছাই করতে পারবে। এমনকি প্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকে প্রেরিত আবেদনপত্রের সঠিকতা নিয়ে কোনো আপত্তি অথবা বাতিল আবেদনপত্রের উপর আপত্তির শুনানি গ্রহণ করতে পারবে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর অভিভাবকের বাড়ি পরিদর্শনপূর্বক পুনর্বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত দিতে পারবে। কমিটির সিদ্ধান্তের পর সভার কার্যবিবরণীসহ উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকা হতে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের এমআইএস সেল এ প্রেরণ করা হবে; একইসাথে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর তথ্য সংরক্ষণের জন্য উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকা হতে ব্যানবেইজ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ইএমআইএস সেলে প্রেরণ করা হবে। এই কমিটি প্রয়োজনে যেকোনো সংখ্যক সভায় মিলিত হতে পারবে। তবে উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকার **উপদেষ্টা কমিটিতে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদনসমূহ বিবেচনা করা হবে কেবল সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কমিটির সদস্য হিসাবে সভায় উপস্থিত থাকবেন।**

৮.২.১ উপজেলা উপদেষ্টা কমিটি:

ক্র. নং	কর্মকর্তা/ শিক্ষক	কমিটিতে পদবি
০১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
০২	সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান[৮]	সদস্য
০৩	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার	সদস্য
০৪	উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
০৫	উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার	সদস্য
০৬	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য-সচিব

৮.২.২ মেট্রোপলিটন (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা) এলাকার জন্য উপদেষ্টা কমিটি-

ক্র/নং	কর্মকর্তা / শিক্ষক/জনপ্রতিনিধি	কমিটিতে পদবী
০১	সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসার	সভাপতি
০২	সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
০৩	থানা একাডেমিক সুপারভাইজার	সদস্য
০৪	সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান	সদস্য
০৫	থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য-সচিব

৮.৩ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি

এই কমিটি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের তথ্যাদি যাচাই- বাছাই করবে। কমিটির সদস্যগণ প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর বাড়ি পরিদর্শন করে আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদির সত্যতা যাচাই বাছাই করবে। আবেদনপত্রের সত্যতা যাচাই বাছাই শেষে 'আবেদনপত্রের সকল তথ্যাদি সঠিক আছে' মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্রসহ প্রতিষ্ঠান প্রধান অনলাইনে উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর সকল আবেদনপত্র প্রেরণ করবে। তবে **প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের কমিটিতে উপকারভোগী নির্বাচনে কোনো অসত্য তথ্য প্রদান বা অনিয়ম করা হলে তা শাস্তিযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবে**। এই কমিটি প্রয়োজনে যেকোনো সময়ে সভায় মিলিত হতে পারবে।

৮.৩.১ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি

ক্র. নং	কর্মকর্তা / শিক্ষক / জন-প্রতিনিধি	কমিটিতে পদবি
০১	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান	সভাপতি
০২	ইউনিয়ন পরিষদ/পৌর সভার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার/কাউন্সিলর	সদস্য
০৩	সংশ্লিষ্ট শ্রেণির শ্রেণি-শিক্ষক	সদস্য-সচিব

[৮] অনুচ্ছেদ ৮.২.১ ও ৮.২.২-এ বর্ণিত **উপজেলা ও মেট্রোপলিটান এলাকার উপদেষ্টা কমিটিতে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদনসমূহ বিবেচনা করা হবে কেবল সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কমিটির সদস্য হিসাবে সভায় উপস্থিত থাকবেন। তবে সরকারি কলেজের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারবেন।**

৮.৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি (মেট্রো এলাকার জন্য)

ক্র. নং	কর্মকর্তা / শিক্ষক / জন-প্রতিনিধি	কমিটিতে পদবি
০১	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান	সভাপতি
০২	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির ১জন সদস্য (প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক মনোনীত)[৯]	সদস্য
০৩	সংশ্লিষ্ট শ্রেণির শ্রেণি-শিক্ষক	সদস্য-সচিব

৯. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময়সূচি / সিডিউল

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের পিছিয়ে পড়া ও গরীব শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য মাসিক বৃত্তি প্রদান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেতন পরিশোধ, পুস্তক ক্রয় ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফি প্রদানসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করা। কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারণা, প্রতিষ্ঠান প্রধান, ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটির সভাপতি/সদস্য, উপজেলা, থানা ও জেলা পর্যায়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা এবং অন্যান্য অংশীজনের জন্য অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও কর্মসূচি চলাকালে একটি ফলাফল সমীক্ষা (Impact Study) পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে। এই কর্মসূচির অধীনস্থ অন্যান্য উপকর্মসূচির সময়সূচি এবং সম্ভাব্য ও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো।

সূত্র- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের স্মারক নং ৩৭-০০-০০০০-০৮১-৯৮-০০১-১৯-২৩৭-তারিখ-১১ জুলাই ২০১৯

কর্মসূচি	বিনির্দেশক	পরিমাপের একক	ভিত্তিবছরে সম্ভাব্য ফল	বছরওয়ারী কর্মসূচির লক্ষ্য				
				১ম বর্ষ ১৮-১৯	২য় বর্ষ ১৯-২০	৩য় বর্ষ ২০-২১	৪র্থ বর্ষ ২১-২২	৫ম বর্ষ ২২২৩
কর্মসূচি অনুমোদন	অনুমোদন	তারিখ	----	--	--	--	--	--
কর্মসূচির কার্যক্রম ম্যানুয়েল অনুমোদন	ঐ	ঐ	--	----	জানু-২০	--	--	--
গণমাধ্যমে প্রচারণার কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ	কর্ম-পরিকল্পনা	ঐ	-----		- আগস্ট ১৯২০ -	--	--	--
গণমাধ্যমে প্রচারণার উপকরণ প্রস্তুত	উপকরণ প্রস্তুত	ঐ	-----		নভেম্বর ২০			
মুদ্রণ ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রচার	প্রকাশিত ও সম্প্রচার	ঐ	-------		ডিসেম্বর ২০	ডিসেম্বর ২১	ডিসেম্বর ২২	-
মাঠ পর্যায়ে প্রচারণা	প্রচারণা শুরু করা	ঐ	-------		নভেম্বর ১৯	নভেম্বর ২০	নভেম্বর ২১	
জাতীয় পর্যায়ে ৬ষ্ঠ-১২শ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি প্রদানের কার্যক্রম শুরু করা			--------					
৬ষ্ঠ ও ১১শ শ্রেণির উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন	৬ষ্ঠ শ্রেণির উপকারভোগী নির্বাচন	ঐ	৪১৮৭৭৫	মে-১৯	ফেব্রুয়ারি ২৯	ফেব্রুয়ারি ২১	ফেব্রুয়ারি ২২	ফেব্রুয়ারি ২৩
	১১শ শ্রেণির উপকারভোগী	ঐ	৩১০০০০	জুন-১৯	জুলাই ২০	জুলাই ২১	জুলাই ২২	মে-২৩

[৯] সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক মনোনীত শিক্ষক সদস্য হিসাবে কাজ করবেন।

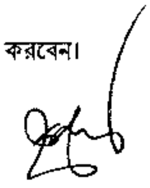

কর্মসূচি	বিনির্দেশক	পরিমাপের একক	ভিত্তিবছরে সম্ভাব্য ফল	বছরওয়ারী কর্মসূচির লক্ষ্য				
				১ম বর্ষ ১৮-১৯	২য় বর্ষ ১৯-২০	৩য় বর্ষ ২০-২১	৪র্থ বর্ষ ২১-২২	৫ম বর্ষ ২২২৩
	নির্বাচন							
উপবৃত্তি বিতরণ	৬ষ্ঠ-১২শ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি বিতরণ	ঐ	৪০০০০০০	জুন ১৯	ডিসেম্বর-১৯ ও মে ২০	মে-২১ ও ডিসেম্বর ২১	মে-২২ ও ডিসেম্বর ২২	মে ২৩
বেইজ লাইন ভেলিডেশন পরিচালনা	সমীক্ষা পরিচালনা	ঐ	--		ফেব্রুয়ারি-২০	--	--	--
সমীক্ষা	সমীক্ষা প্রতিবেদন বিতরণ	ঐ	--	--	মে-২০	--	--	--
মধ্যবর্তীকালীন সমীক্ষা পরিচালনা	সমীক্ষা পরিচালনা	ঐ	------		অক্টোবর-২০	--	---	--
	প্রতিবেদন বিতরণ	ঐ	------		নভেম্বর-২০	---	--	--
কর্মসূচির সমাপ্তি উত্তর সমীক্ষা	কর্মসূচির সমাপ্তি উত্তর সমীক্ষা পরিচালনা	ঐ	-------				জুন-২২	
	প্রতিবেদন বিতরণ	ঐ	------				সেপ্টেম্বর-২২	
কর্মসূচির ইম্প্যাক্ট স্টাডি	কর্মসূচির ইম্প্যাক্ট স্টাডি	ঐ	------			ডিসেম্বর ২১		
	প্রতিবেদন বিতরণ	ঐ	------				ফেব্রুয়ারি ২২	
উপকারভোগীদের ডাটাবেইস প্রস্তুত ও সংরক্ষণ	ডাটাবেইস প্রস্তুত	ঐ	-------	মে ১৯				
	ডাটাবেইস নিয়মিত আপডেইট রাখা	ঐ	------	সে সেপ্টেম্বর ১৯	ফেব্রুয়ারি ও সেপ্টেম্বর ২০	ফেব্রুয়ারি ও সেপ্টেম্বর ২১	ফেব্রুয়ারি ও সেপ্টেম্বর ২২	ফেব্রুয়ারি ও সেপ্টম্বর২৩
প্রতিষ্ঠান প্রধান,ব্যবস্থাপনা / পরিচালনা কমিটির সভাপতি/সদস্য, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের শিক্ষাকর্মকর্তা এবং অন্যান্য অংশীজনের জন্য অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স	প্রশিক্ষণ পরিচালনা	সংখ্যা	--------	৩০৪	১৯৬	--	--	--
কর্মসূচির উপবৃত্তি বিতরণ ব্যবস্থাকে ব্যাংক থেকেG2P System-এ রূপান্তর করা	G2P System এর উপযোগী করে কর্মসূচির MIS তৈরি করা	তারিখ	-------		জুন-২০	-	--	---

১০. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির প্রত্যাশিত প্রভাব

বিষয়	প্রত্যাশিত প্রভাব
কর্মসংস্থান	একটি সুন্দর ও দক্ষ কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন হয় গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা ও দক্ষতা। সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি দেশের গরীব, দুস্থ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করা এবং এক দক্ষ শ্রম বাজারে প্রবেশে সাহায্য করবে।এই কর্মসূচি সরাসরি ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক শিক্ষাচক্রে ধরে রাখতে এবং সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করবে।
শিশু ও নারী উন্নয়ন	এই উপবৃত্তি কর্মসূচির কারণেই বাংলাদেশে বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির হার ছাত্র ভর্তি হারের চেয়ে বেশি। ১৯৯০ সালে মাধ্যমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির হার যেখানে ছিল মাত্র ১৪% তা ২০০৪ সালে ৫৩% এ উন্নীত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীরা কর্মক্ষেত্রে এখনো নানা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছে। এই কর্মসূচি নারীর কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তারে যেমন সাহায্য করবে তেমনি নারীর ক্ষমতায়নেও সহায়ক হবে এবং সেই সাথে শিশুর সুরক্ষা ও মেধা বিকাশে সাহায্য করবে।
দারিদ্র্য দূরীকরণ	উপবৃত্তি কর্মসূচি একদিকে যেমন গরীব ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক শিক্ষাচক্র শেষ করার নিশ্চয়তা দেয় অপরদিকে মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জিত হলে কর্মসংস্থানেরও সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। কর্মসংস্থানের সাথে দারিদ্র্য দূরীকরণের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।
আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ	সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করবে। এই কর্মসূচি উপকারভোগী নির্বাচনে দেশের পার্বত্য এলাকা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, হাওড়, চর, দ্বীপ ও উপকূলীয় এলাকার শিক্ষার্থীদের নির্বাচনে অগ্রাধিকার দেয় এবং তৃতীয় লিঙ্গ শিক্ষার্থীদের ১০০ ভাগ নির্বাচনের নিশ্চয়তা দেয়। ফলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী অর্থাৎ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়ে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করছে।
জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসে প্রভাব	সরাসরি প্রযোজ্য নয়।
ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং ব্যাংক পরিষেবার ব্যয় হ্রাসকরণ	সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির শিক্ষার্থীদের আবেদনপত্র অফলাইন এবং অনলাইনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়েই পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। আবেদনপত্রের গুরুত্ব বিবেচনা করে মোট ১০০ নম্বর প্রদান করে একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপকারভোগী নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে একদিকে যেমন স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে অন্যদিকে ম্যানুয়েল কাজও হ্রাস পেয়েছে। উপবৃত্তি বিতরণের ক্ষেত্রে Electronic Fund Transfer (EFT) পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত বিতরন ও বিতরণ ব্যয় (Bank Commission) সাশ্রয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের (Electronic Fund Transfer Network) ব্যবহার করা হয়।

১১. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপকারভোগী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন প্রক্রিয়া

সাধারণতঃ দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে। কর্মসূচির শর্তানুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির স্কিম পরিচালকের সাথে সহযোগিতা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে। শিক্ষার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১৬ সালের প্রতি পরিবারের আয়-ব্যয় জরিপে (Household Income Expenditure Survey ২০১৬) ব্যবহৃত দারিদ্র্য এবং পিএমটিভিত্তিক প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে প্রণীত আবেদন ফরমের তথ্যাদি যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

১১.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচিতে যোগদান করতে পারবে-

- কোনো নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, কলিজিয়েট স্কুল অথবা ১১শ-১২শ শ্রেণি সম্পন্ন কোনো কলেজ দেশের সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড হতে পাঠদান অনুমতি/ স্বীকৃতি প্রাপ্ত;
- কোনো স্কুল কলেজ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত এবং ৯ম-১০ম শ্রেণি এবং ১১শ-১২শ শ্রেণি খোলার অনুমতিপ্রাপ্ত;
- দাখিল এবং আলিম মাদ্রাসা, যা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত;
  এবং ৯ম-১০ম শ্রেণি এবং ১১শ-১২শ শ্রেণি খোলার অনুমতিপ্রাপ্ত;
- উপরে বর্ণিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির পরিচালক বরাবর একটি সহযোগিতামূলক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরে সম্মত আছে যাতে উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সরকার ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব কর্তব্য এবং বিভিন্ন শর্তাদি পালনের অঙ্গীকারের কথা বর্ণিত আছে (সহযোগিতামূলক চুক্তিপত্রের ফরমেট এই ম্যানুয়েলের সংলগ্নী-০৭ দ্রষ্টব্য)।
- কোনো প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি না থাকলে সহযোগিতা চুক্তিপত্রে সভাপতির স্বাক্ষরের স্থলে এবং উপবৃত্তির অন্যান্য কাগজপত্রে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (উপজেলার ক্ষেত্রে) এবং মেট্রোপলিটান এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসার স্বাক্ষর করবেন।

১১.২ উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন

এই কর্মসূচির উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। শিক্ষার্থী নির্বাচন পদ্ধতি এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে সমাজের গরীব, অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক শিক্ষাচক্র শেষ করার সুযোগ পায় অন্যদিকে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৪ (SDG (Sustainable Development Goal) অভীষ্ট লক্ষ্য অর্থাৎ যথাক্রমে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education)এবং নারী পুরুষ সমঅধিকার (Equal access for all women and men) অর্জনে সমর্থ হয়।

১১.৩ উপবৃত্তি প্রাপ্তির শিক্ষার্থীর যোগ্যতা

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপকারভোগী সাধারণতঃ নিম্ন-আয় পরিবারের শিক্ষার্থী একটি বিশেষভাবে প্রণীত আবেদনপত্রে শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত তথ্য এবং স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, উপজেলা এবং মেট্রোপলিটান এলাকার পর্যায়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাই এবং সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ট্রাস্ট অফিসের এমআইএস সেলে একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবে। তবে তৃতীয় লিঙ্গ, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন ছিটমহলে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থী এই কর্মসূচির আওতায় আসবে।

১১.৪ উপবৃত্তি প্রাপ্তি অব্যাহত রাখার জন্য শিক্ষার্থীর যোগ্যতা

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি কোনো লিঙ্গভিত্তিক কর্মসূচি নয়। এই কর্মসূচির জন্য নির্বাচিত সকল শিক্ষার্থীই নিম্নে বর্ণিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত মাসিক উপবৃত্তি, টিউশন ফি, বই ক্রয় বাবদ অর্থ, পরীক্ষার ফি সহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি পেতে থাকবে-

- শতকরা ৭৫ ভাগ প্রাতিষ্ঠানিক কর্মদিবসে উপস্থিত থাকতে হবে;
- বার্ষিক এবং অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম শতকরা ৪৫ ভাগ নম্বর পেতে হবে;
- অবিবাহিত থাকতে হবে;
- সরকারি কোনো উৎস থেকে উপবৃত্তি অথবা অভিভাবক কর্তৃক শিক্ষাভাতা গ্রহণ না করা।[১০]

উপরোক্ত শর্তাবলী সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির প্রত্যেক শিক্ষার্থীর তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে (Management Information System) অন্তর্ভুক্ত থাকবে প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তা সবসময় হালনাগাদ করে রাখবে এবং উপবৃত্তির পে-রোল তৈরি করার সময় এ তথ্যের উপর ভিত্তি করেই একজন শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি অব্যাহত থাকবে কী না তা নির্ধারিত হবে।

১১.৫ উপকারভোগী নির্বাচন কৌশল ও পদ্ধতি

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি পিএমটি (Proxy Means Testing) ও দারিদ্র্য ভিত্তিক মিশ্র পদ্ধতির মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন করে। উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬ সালে Household Income Expenditure Survey-তে ব্যবহৃত প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে ৪৫টি প্রশ্ন সম্বলিত আবেদনপত্রের একটি ফরমেট তৈরি করা হয়েছে। এই আবেদন ফরমটি অনলাইন ও অফলাইনে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই পাওয়া যাবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান আবেদন করতে ইচ্ছুক সকল শিক্ষার্থীকে অনলাইন/অফলাইনে ফরমটি সরবরাহ করে সঠিক তথ্যসহ ফরমটি যথাযথভাবে পূরণ করার জন্য বুঝিয়ে বলবেন। কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৈদ্যুতিক সংযোগ না থাকলে প্রতিষ্ঠান প্রধান/উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস/জেলা শিক্ষা অফিস আবেদনপত্রের মুদ্রিত সংস্করণ সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা নিবেন।

আবেদনপত্র পূরণের সময় যাতে সঠিক তথ্যাদি আবেদনপত্রে প্রতিফলিত হয় প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং শ্রেণিশিক্ষক সার্বক্ষণিক শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা ও পরিবীক্ষণ করবেন। আবেদনপত্রের সঠিকতা যাচাই করে প্রতিষ্ঠান

[১০] মেধাবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ দারিদ্র্য সূচকের আওতায় নির্বাচিত হলে তাদের উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচনা করা যাবেনা।

পর্যায়ের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি সঠিকতা সম্বন্ধে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন। আবেদনপত্রের তথ্যাদির সঠিকতা যাচাই বাছাই ও তথ্যাদির বৈধতা সম্বন্ধে নিম্নে বর্ণিত ৪টি কমিটি কাজ করবে-

- প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি (মেট্রো এলাকার জন্য গঠিত কমিটিসহ মোট ২টি) ও
- উপবৃত্তি সম্বন্ধীয় উপজেলা ও জেলা সদর (পৌর এলাকা)/মেট্রো এলাকার উপদেষ্টা কমিটি

মাঠপর্যায়ের এই চার কমিটি আবেদনপত্র সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই তথ্যাদির সঠিকতা নিরূপণে প্রয়োজনে আবেদনকারীর বসতবাড়ি পরিদর্শন করে তথ্যাদির সঠিকতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবেন। তথ্যাদি নিশ্চিত হবার পর প্রতিষ্ঠানপ্রধান প্রতিষ্ঠান পর্যায়েই উপবৃত্তির জন্য সুনির্দিষ্ট সফটওয়্যারে অনলাইনে ডাটা এন্ট্রি সম্পন্নকরতঃ সকল ডাটা অনলাইনেই উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করবেন। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সফটওয়্যারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুতকৃত আবেদনকারীদের তালিকার তথ্যাদি অনুমোদনের জন্য উপজেলা/মেট্রো এলাকার উপদেষ্টা কমিটিতে পেশ করবেন। বর্ণিত কমিটিসমূহের প্রয়োজনীয় অনুমোদনের পর কমিটির কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রস্তুতকৃত আবেদনকারীদের তালিকার তথ্যাদি অনলাইনে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এর অনুমোদনের জন্য এবং এর পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ইএমআইএস সেল ও ব্যানবেইজে তথ্য সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করবেন। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ট্রাস্ট অফিস আবেদনপত্রের তথ্যাদির গুরুত্ব অনুযায়ী ১০০ নম্বর বন্টন করবেন এবং সফটওয়্যারে ডাটা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন করবেন।

১১.৬ উপবৃত্তির আবেদন প্রক্রিয়া

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ষ্ঠ ও ১১শ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীরাই শুধু উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে উপবৃত্তির আওতা বহির্ভূত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ৮ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কোনো শিক্ষার্থী যদি ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে থাকে তবে ঐ শিক্ষার্থীও আবেদন করার যোগ্য হবে। সাধারণতঃ নতুন শিক্ষার্থী ভর্তির মাসে (৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণির জন্য জানুয়ারি এবং ১১শ শ্রেণির জন্য জুলাই মাসে) প্রতিষ্ঠানপ্রধান আবেদন করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে অনলাইনে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অফলাইনে আবেদনপত্র বিতরণ করবেন। তবে কোনো শিক্ষার্থীকে আবেদন করতে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করা যাবে না। আবেদনকারীরা শ্রেণিশিক্ষকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে থেকে আবেদনপত্রের সকল তথ্য প্রদান করবে।

প্রতি জানুয়ারি /জুলাই মাসের ৩য় সপ্তাহে আবেদনপত্র পূরণের প্রথম সেশন বসবে। শ্রেণি শিক্ষক আবেদনকারী প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আবেদনপত্র পূরণের নিয়মাবলী ভাল করে বুঝিয়ে বলবেন এবং তথ্যাদির সঠিকতা যাচাই করে দেখবেন। অসম্পূর্ণ ও সঠিক নয় এমন তথ্যাদির আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে-এ বিষয়টি ভাল করে শিক্ষার্থীদেরকে বুঝিয়ে বলবেন।

শিক্ষার্থী কর্তৃক আবেদনপত্র পূরণের পর শ্রেণি শিক্ষক সকল আবেদনপত্র পর্যালোচনা করবেন এবং কোনো ভুল তথ্য পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী ২ কর্মদিবসের মধ্যে সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

প্রথম সেশনে যদি কোনো শিক্ষার্থী কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকেন এবং শ্রেণি শিক্ষক যদি মনে করেন যে এই অনুপস্থিত শিক্ষার্থী/ শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করার যোগ্য তাহলে তিনি ফেব্রুয়ারি/আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের সুবিধাজনক দিনে দ্বিতীয় সেশনের আয়োজন করবেন এবং একইভাবে শিক্ষার্থীদের আবেদনপত্র পূরণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি সহযোগিতা করবেন। এই দ্বিতীয় সেশনের পর আর কোনো শিক্ষার্থীকে আবেদনপত্র পূরণের সুযোগ দেয়া যাবেনা। এ বিষয়টি পূর্বেই সকল শিক্ষার্থীদের লিখিত নোটিশের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে হবে।

আবেদনপত্র পূরণের দ্বিতীয় সেশন শেষ হওয়ার পর শ্রেণিশিক্ষক সকল আবেদনপত্র পর্যালোচনা করবেন এবং আবেদনপত্রের তথ্যাদিতে কোনো অসংগতি থাকলে তা দূর করার যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন। শ্রেণি শিক্ষক ফেব্রুয়ারি/জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসের মধ্যে সকল আবেদনপত্র প্রতিষ্ঠানপ্রধানের কাছে হস্তান্তর করবেন। উল্লেখ্য আবেদনপত্রের তথ্যের জন্য প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও শ্রেণিশিক্ষক দায়ী থাকবেন।

প্রতিষ্ঠান প্রধান ফেব্রুয়ারি /আগস্ট-এর তৃতীয় সপ্তহের ১ম অথবা ২য় কর্মদিবসে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের কমিটির সভা আহ্বান করবেন এবং সকল আবেদনপত্র কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন এবং যোগ্য ও অযোগ্য আবেদনকারীর তালিকা ব্যাখ্যাসহ কমিটির সদস্যদের কাছে তুলে ধরবেন। উল্লেখ্য কমিটি শুধু আবেদনপত্রের তথ্যাদির সঠিকতা যাচাই এর মাধ্যমে যোগ্য অযোগ্য আবেদনকারী নির্বাচন করবেন। উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্য অযোগ্য আবেদনকারী প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ট্রাস্ট অফিসের মাধ্যমে সফটওয়্যারের সাহায্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত হবে।

১২.ডাটা এন্ট্রি ও এমআইএস (Management Informent System-MIS) তৈরি

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠানপ্রধান প্রতি ডিসেম্বর / জুন মাসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আবেদনপত্র প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করবেন (আবেদনপত্র সংলগ্নী-১) যে সমস্ত গ্রামীণ এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে আবেদনপত্র ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করার সুবিধা নেই সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে আবেদনপত্রের প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করবেন। শিক্ষার্থীদের পূরণকৃত আবেদনপত্রের তথ্যাদি প্রতিষ্ঠানপ্রধান অনলাইনে সুর্নির্দিষ্ট সফটওয়্যারে এন্ট্রির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন এবং সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির এমআইএস আপডেট করবেন।

১২.১ আবেদনকারীর আইডি নম্বর (Identification Number)

আবেদনপত্রের তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যারে এন্ট্রি সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথেই প্রত্যেক আবেদনকারীর জন্ম নিবন্ধন নম্বর **Applicant ID** হিসাবে হিসাবে ব্যবহৃত হবে। আবেদনকারীর নাম ঠিকানা সম্বলিত এই পরিচিতি নম্বরের একটি প্রিন্ট কপি প্রতি আবেদনকারীকে সরবরাহ করতে হবে এবং আবেদনকারী তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে। এই প্রিন্টকপিই আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকার পত্র হিসাবে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে যেকোনো প্রয়োজনে আবেদনকারীকে তা উপস্থাপন করতে হবে (প্রাপ্তিস্বীকার পত্রের নমুনা সংলাগ-৩)।

১২.২ ডাটা অনলাইনে প্রেরণ

আবেদনপত্রসমূহ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের যাচাই বাছাই কমিটির অনুমোদনের পর আবেদনপত্রের ডাটা অনলাইনে এন্ট্রি সম্পন্ন করতে হবে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানপ্রধান তা অনলাইনেই কমিটির কার্যবিবরণীসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করবেন। সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির ডাটা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের একটি প্রবাহ চিত্র নিম্নরুপ-

১২.৩ ডাটা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কাজের প্রবাহ চিত্র

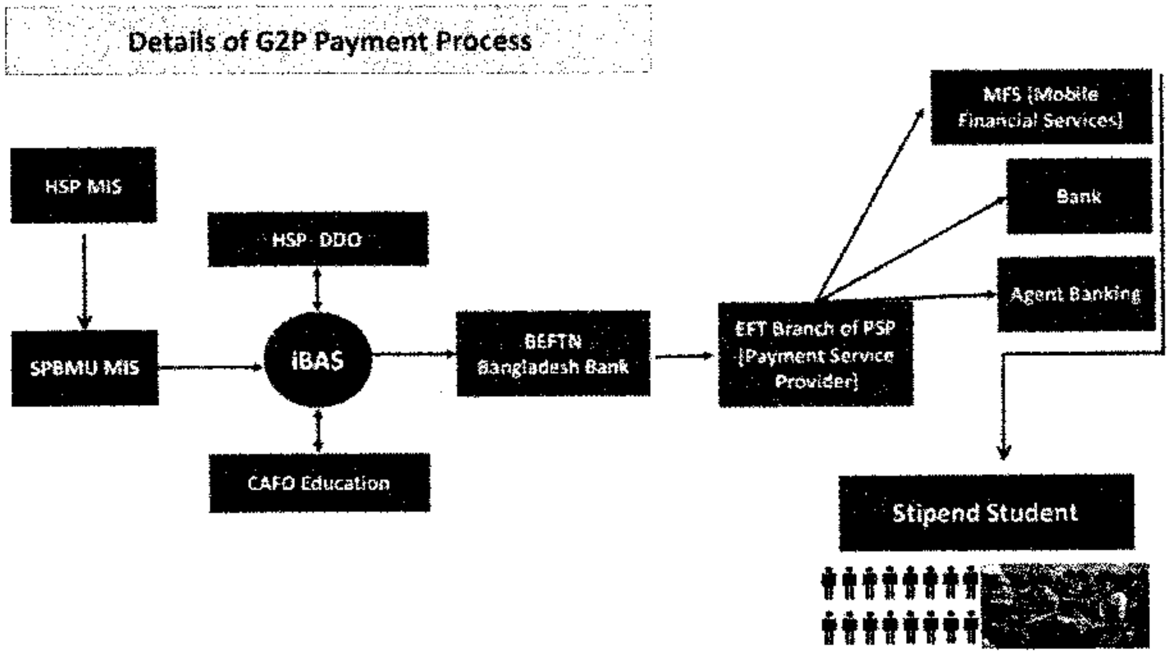

১২.৪ উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকার উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদন

উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার প্রতি বছর মার্চ / আগস্ট-এর ১ম সপ্তাহে বর্ণিত কমিটির সভা আহ্বানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন এবং অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক যোগ্য অযোগ্য আবেদনকারীর তালিকাসহ কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার কমিটির করণীয় সম্পর্কে সদস্যদের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিবেন।

উপদেষ্টা কমিটি পুনরায় আবেদনপত্রের তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে যোগ্য-অযোগ্য তালিকা পুনর্বিবেচনা করতে পারবে। তবে এর সমর্থনে কার্যবিবরণীতে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, কমিটি আবেদনপত্রের তথ্যাদি যাচাইয়ের প্রয়োজনে আবেদনকারীর অভিভাবকের বসতবাড়ি পরিদর্শন করতে পারবে। তবে উপজেলা/মেট্রো উপদেষ্টা কমিটি নতুন করে কোনো আবেদন অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেনা।

উপদেষ্টা কমিটির যাচাই-বাছাই ও অনুমোদনের পর উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার প্রতিষ্ঠান-ওয়ারী যোগ্য-অযোগ্য আবেদনকারীর তালিকাসহ কার্যবিবরণী প্রস্তুত করবেন এবং কমিটির সকল সদস্যকে কার্যবিবরণীর অনুলিপি প্রদান করবেন। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার কার্যবিবরণী স্ব-স্ব দপ্তরে সংরক্ষণ করবেন এবং তালিকা অনলাইনেই প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বরাবর অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবেন।

১৩. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপবৃত্তির হার

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থবিভাগ এর স্মারক নং ০৭-০০-০০০০-১০২-২০-০০৫-১৯-৪৯৯; তারিখ ৩০ জুন ২০১৯ খ্রি. মূলে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য বর্ধিত হারে উপবৃত্তির হার অনুমোদন করে, যা ২০২০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে কার্যকর হয়েছে।

শ্রেণি	অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হার			শিক্ষার্থী প্রতি বাৎসরিক ব্যয়	মন্তব্য
	উপবৃত্তি	টিউশন ফি	পরীক্ষার ফি ও বই ক্রয়		
৬ষ্ঠ	২০০	৩৫	----	২৮২০	২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে কার্যকর
৭ম	২০০	৩৫	-----	২৮২০	
৮ম	২৫০	৩৫	-----	৩৪২০	
৯ম	৩০০	৫০	------	৪২০০	
১০ম	৩০০	৫০	১০০০	৫২০০	পূর্ববর্তী প্রকল্পসমূহের উপবৃত্তি/ টিউশন ফি এর হার জুন ২০১৯ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে
১১শ বিজ্ঞান	৪০০	৮০	১৫০০	৭২৬০	
১১শ অন্যান্য	৪০০	৬৫	১০০০	৬৫৮০	
১২শ বিজ্ঞান	৪০০	৮০	১৫০০	৭২৬০	
১২শ অন্যান্য	৪০০	৬৫	১২০০	৬৭৮০	

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির নীতিমালা অনুযায়ী উপবৃত্তি উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত হবে তবে তা কোনোক্রমেই সারা দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর শতকরা ৩০ ভাগের কম হবে না। আরো উল্লেখ্য যে ২০৩০ সালের মধ্যে Sustainable Development Goal (SDG-4) অর্জনের লক্ষ্যে সরকার ২০২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে সকল মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীর টিউশন ফি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করবে।

১৪.ডাটা প্রক্রিয়াকরণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সমন্বিত উপবৃত্তির সকল কার্যক্রম সফটওয়্যার এপ্লিকেশনের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হবে। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকেই সকল ডাটা নির্ধারিত সফটওয়্যার এপ্লিকেশনে প্রয়োজনীয় ডাটা এন্ট্রি দিতে হবে। উল্লেখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বর্তমান জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই একজন আইসিটি শিক্ষক রয়েছে। তদুপরি ডাটা এন্ট্রি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার স্বার্থে উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা অনুযায়ী উপজেলা/থানার সকল মাধ্যমিক

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কয়েকটি ক্লাস্টারে (৪/৫টি করে) ভাগ করতে পারেন এবং তাদের মধ্যে সক্ষমতার বিচারে অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠানকে আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা দিয়ে ডাটা এন্ট্রি অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান করতে পারে। এর পূর্বে অবশ্যই উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নিয়ে ডাটা এন্ট্রির বিষয়ে সম্যক অবহিতকরণ সভা করবেন। ডাটা এন্ট্রি শেষ হওয়ার পর সকল প্রতিষ্ঠানপ্রধান অনলাইনে ডাটা এবং সকল আবেদনকারীর চূড়ান্ত তালিকা, অগ্রগামীপত্রসহ বিশেষ বাহক মারফত উপজেলা মাধ্যমিক/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করবেন। উল্লেখ্য মূল আবেদনপত্রসমূহ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সংরক্ষিত থাকবে যাতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেকোনো সময় প্রয়োজনে পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করতে পারেন। প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে এ কাজ ৩০ মার্চ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। অপরদিকে উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অনলাইনে ডাটা প্রাপ্তির পর উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকার উপদেষ্টা কমিটির সভা আহবান, পুনরায় প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই, অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণসহ সামগ্রিক কাজ শেষ করে ৭ এপ্রিলের মধ্যে অনলাইনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট; ইএমআইএস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ও ব্যানবেইজ বরাবর প্রেরণ করবেন।

১৫. কেন্দ্রীয় ডাটা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

সকল উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে অনলাইনে ডাটা প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এ আসার পর প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট উপবৃত্তি উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য একটি নম্বর নির্ধারণ করে সফটওয়ারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদির গুরুত্ব বিবেচনা করে মোট ১০০ নম্বরের একটি মূল্যায়ন ফরমেট তৈরি করা হবে এবং অনুমোদিত নম্বরের ভিত্তিতে সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচিত হবে। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য অনুমোদিত নম্বর যাই হোক না কেন উপকারভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা সারাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাচক্রে মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর শতকরা ৩০ ভাগের কম হবেনা। উপবৃত্তির জন্য ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণির উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রতিবছর ৩০ এপ্রিলের মধ্যে এবং ১১শ শ্রেণির শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

কেন্দ্রীয়ভাবে ডাটা আপডেট, ডাটা ব্যবস্থাপনা ও ডাটার নিরাপত্তা বিধান এবং সরকারি কোষাগার থেকে সরাসরি উপকারভোগীর/অভিভাবকের কাছে অনলাইন ব্যাংক হিসাবে/মোবাইল ব্যাংক হিসাবে অর্থ প্রেরণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের SPFMSP (Strengthening Public Finance Management for Social Protection)প্রকল্প সকল ধরনের কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে। এমনকি উপবৃত্তি কর্মসূচির সকল ডাটাবেইস এর নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সার্ভারে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৬. উপবৃত্তি বিতরণ পদ্ধতি

সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার সাথে সাথেই নির্বাচিত উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের তালিকা সিস্টেম থেকেই ডাউনলোড করা যাবে এবং যে সমস্ত নির্বাচিত শিক্ষার্থী অভিভাবকের মোবাইল ফোন নম্বর, অনলাইন ব্যাংক হিসাব নম্বর অথবা অনলাইন মোবাইল ব্যাংক হিসাব নম্বর (যেমন বিকাশ, শিওরক্যাশ, রকেট ইত্যাদি) প্রদান করেনি তাদের তালিকাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত হবে এবং পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে।

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপবৃত্তি চালু রাখার শর্তানুযায়ী উপকারভোগী শিক্ষার্থীর গত ৬ মাসের ক্লাসে গড় উপস্থিতি, টার্ম পরীক্ষায় অর্জিত গড় নম্বর, বৈবাহিক অবস্থা প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকেই গ্যাজেট, ট্যাব, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ কম্পিউটারের মাধ্যমেই ডাটা এন্ট্রির ব্যবস্থা থাকবে।

উপরে বর্ণিত শর্তাবলী বিবেচনায় এনে উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বরাবর অনলাইনে প্রেরণ করবেন। উপজেলা/মেট্রো এলাকা থেকে প্রাপ্ত বিতরণ তালিকা এসপিবিএমইউ [(SPBMU MIS) Management Information System of Social Protection Budget Management Unit]-এর এমআইএস-এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাইপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথেই তা আইবাস++[(ibas++) Integrated Budget and Accounting System] এ যাবে। সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (Drawing and Disbursing Officer) বিল প্রস্তুত করে পাশের জন্য প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করবেন। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় অডিট সম্পন্ন শেষে বিলটি পাশ করবেন এবং আইবাসের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রানস্ফার (Electronic Fund Transfer) তৈরি করে বিতরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করবেন। বাংলাদেশ ব্যাংক ইএফটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উপকারভোগী শিক্ষার্থী / অভিভাবকের নির্ধারিত অনলাইন ব্যাংক হিসাব /মোবাইল ব্যাংক হিসাবে অর্থ প্রেরণ করবেন।

১৬.১ জি টু পি পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্থ বিতরণের একটি প্রবাহ চিত্র।

Details of G2P Payment Reconciliation

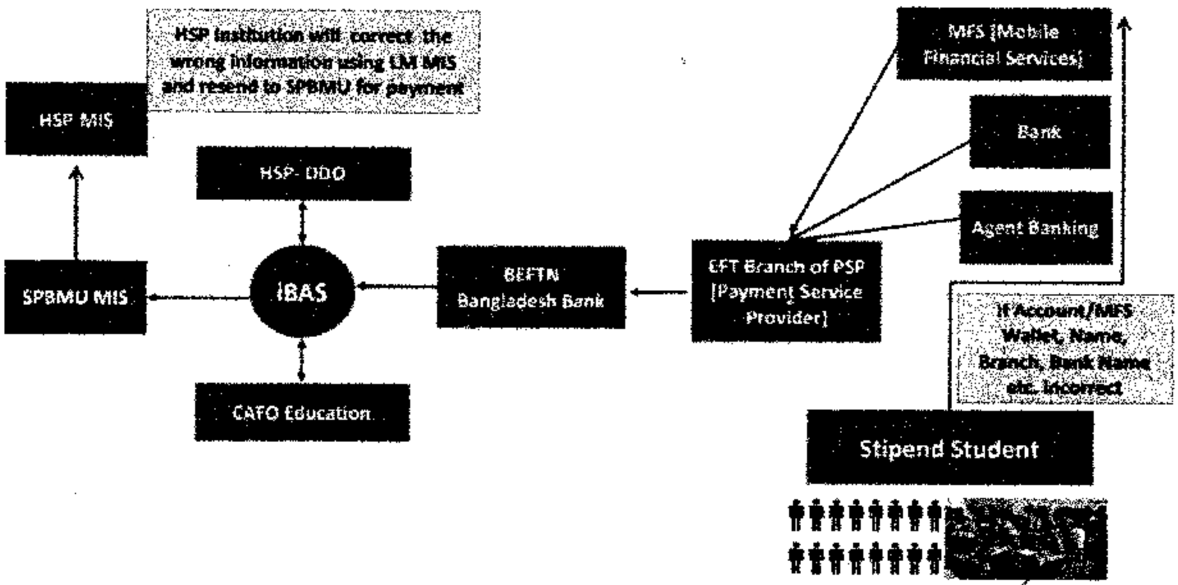

১৭. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি ইউনিট প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অধীনে একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হবে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পৃথক জনবল সম্বলিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট ইতোমধ্যেই গঠন করা হয়েছে। উপবৃত্তির কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের এ ইউনিটে পদায়ন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের এমআইএস সেল-এ কর্মসূচির ডাটা ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। এজন্য এমআইএস সেলকে শক্তিশালীকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক পরিচালক, উপপরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা/থানা একাডেমিক সুপারভাইজার এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/জেলা শিক্ষা অফিসার এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করবেন। এজন্য অবশ্য অতিরিক্ত জনবলের কোনো প্রয়োজন হবেনা।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সফল বাস্তবায়নের জন্য সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ অবমুক্ত করবে।

এ কর্মসূচির ফলপ্রসু ডাটা ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষার জন্য এর সকল ডাটা Social Protection Budget Management Unit (SPBMU)এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (BCC) সার্ভারে রক্ষিত থাকবে।

এ কর্মসূচির উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুবিধাদির অর্থ G2P পদ্ধতিতে Electronic Fund Transfer (EFT) মাধ্যমে সরাসরি উপকারভোগীদের অনলাইন ব্যাংক হিসাবে প্রেরণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের Strengthening Public Finance Management for Social Protection (SPFMSP) প্রকল্প সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

১৮. পূর্ববর্তী প্রকল্পের উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবস্থা

পূর্ববর্তী প্রকল্পসমূহের বিদ্যমান উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণির উপকারভোগী শিক্ষার্থীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত এবং ১১শ শ্রেণির উপকারভোগী শিক্ষার্থীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত এ কর্মসূচিতে যুক্ত হবে এবং শিক্ষাচক্র সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উপবৃত্তি চালু রাখার শর্তাদি পালন সাপেক্ষে কর্মসূচির বর্ধিত হারেই উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুবিধাদি পেতে থাকবে।

সংলগ্নীসমূহ

সংলগ্নী-১- উপবৃত্তির জন্য আবেদন ফরম

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়				আবেদনকারীর সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি		
আবেদনকারীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি						
শিক্ষার্থীর পরিচিতি নম্বর						
জন্মনিবন্ধন সনদ নম্বর						
১	আবেদনকারীর নাম:					
২	লিঙ্গ	ছেলে	মেয়ে		তৃতীয় লিঙ্গ	
৩	গ্রাম	ওয়ার্ড		ইউনিয়ন	পৌরসভা	
৪	জন্মতারিখ:					
৫	আবেদনকারীর পিতা-মাতার তথ্য: • মাতা • পিতা			• জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর • জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর		
৬	পিতা-মাতার অবর্তমানে অভিভাবকের নাম:			• জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর		
৭	অভিভাবকের ঠিকানা-	গ্রাম		ইউনিয়ন	পৌরসভা	
		ওয়ার্ড		উপজেলা	জেলা	
৮	তোমার পড়াশুনার খরচ কে বহন করেন-					
	○ বাবা	○ মা		○ অভিভাবক		
৯	আবেদনকারী কি বাংলাদেশের কোনো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত					
	○ হ্যাঁ	নৃ-গোষ্ঠীর নাম		না		
১০	আবেদনকারী শিক্ষার্থী কি মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান (মুক্তিযোদ্ধার নাতি/নাতনী)					
	○ হ্যাঁ (প্রমাণপত্র আপলোড করুন)	মুক্তিযোদ্ধার নাম ও সম্পর্ক			না	
১১	আবেদনকারীর অভিভাবকের শিক্ষাগত যোগ্যতা-					

১২	আবেদনকারীর অভিভাবকের স্বামী/স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা-				
১৩	আবেদনকারীর পূর্বের শিক্ষার লেভেল-				
	○ প্রাথমিক	○ নিম্নমাধ্যমিক	○ মাধ্যমিক	প্রমাণপত্র আপলোড করুন	
১৪	আবেদনকারী কি সরকারি কোনো উৎস থেকে উপবৃত্তি/শিক্ষাভাতা পান ?			হ্যাঁ	না
১৫	আবেদনকারীর অভিভাবকের মোবাইল ফোন নম্বর যার মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণের খুদেবার্তা পেতে ইচ্ছুক				
স্বাস্থ্য					
১৬	আবেদনকারীর কি কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধিতা আছে?			প্রমাণপত্র আপলোড করুন	
১৭	আবেদনকারীর অভিভাবকের কি কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধিতা আছে?			প্রমাণপত্র আপলোড করুন	
১৮	আবেদনকারীর পরিবারের কোনো সদস্য কি জন্মগতভাবে/দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছেন ?			প্রমাণপত্র আপলোড করুন	
১৯	আবেদনকারী কি কোনো দীর্ঘস্থায়ী রোগের জন্য ঔষধের উপর নির্ভরশীল ?			প্রমাণপত্র আপলোড করুন	
২০	আবেদনকারীর পরিবারের কোনো সদস্য কি কোনো মানসিক রোগে ভুগছেন ?			প্রমাণপত্র আপলোড করুন	
শিক্ষা					
২১	আবেদনকারীর বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম			ইআইআইএন	
২২	বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা-				
	উপজেলা	ইউনিয়ন	ওয়ার্ড	পৌরসভা	
২৩	আবেদনকারীর পূর্বের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম (ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য)				

পেশা						
২৪	পিতা/মাতা/অভিভাবক কি কোনো চাকুরি করেন ?					
২৫	আবেদনকারীর অভিভাবক কি গ্রামে/শহরে কোনো চাকুরি করেন ?					
	○ শহর			○ গ্রাম		
২৬	আবেদনকারীর মা-বাবা অথবা অভিভাবকের সুনির্দিষ্ট কোনো মাসিক আয়ের উৎস আছে?					
২৭	পরিবারের কত জন সদস্য চাকুরি করেন?					
২৮	আবেদনকারীর অভিভাবক কোনো উৎস থেকে কি কোনো আয় করেন?					
	○দোকান	○ হাঁস-মুরগির খামার	○পরিবহন	○মৎস খামার	○কৃষি	○ অন্যান্য
২৯	আবেদনকারীর মা-বাবা অথবা অভিভাবকের মাসিক আয় কত?				○	
পরিবার						
৩০	আবেদনকারীর বাবা-মা দুজনেই জীবিত আছেন? একজন জীবিত থাকলে তিনি কে?					
৩১	আঠার বছরের নীচে পরিবারেব সদস্য সংখ্যা					
৩২	আবেদনকারীর পরিবারের কয়টি ঘর আছে?					
বসত বাড়ি						
৩৩	আবেদনকারী কি নিম্নের কোনো একটি এলাকায় বাস করেন?					
	পাহাড়	চর	হাওড়	পূর্বের ছিটমহল এলাকা	বস্তি এলাকা	
৩৪	আবেদনকারীর বাড়িতে কয়টি কক্ষ আছে					
৩৫	বাড়িতে বিদ্যুৎ আছে কি না			○ আছে	○ নাই	
৩৬	বাড়িতে কক্ষের সাথে সংযুক্ত টয়লেট আছে কি না			○ আছে	○ নাই	
৩৭	বাড়িতে টেলিভিশন আছে কি না			○ আছে	○ নাই	
৩৮	রান্না হয়	○গ্যাস	○ কাঠ	○ খড়কুটা	○ গোবর ঘুঁটে	
৩৯	বাড়ির প্রধান ঘরের মেঝে কী দিয়ে তৈরি					
	○ মাটি	○ মাচাং	○ সিমেন্ট	○ টাইলস	○ অন্যান্য	
৪০	বাড়ির দেয়াল কী দিয়ে তৈরি					
	○ মাটি	○ পাটকাঠি	○ বাঁশ	○টিন	○ কাঠ	○ ইট

৪১	বাড়ির ছাদ কী দিয়ে তৈরি						
	○ ছন	○ গোলপাতা	○ খড়	○ টিন	○ কাঠ	○ আরসিসি	○ জি আই শিট
৪২	অভিভাবকের মালিকানায় মোট ভূমির পরিমাণ (মেট্রোপলিটান/পৌর এলাকা/গ্রাম):						

অন্যান্য		
৪৩	অভিভাবকের নিম্নের কোনো কার্ড আছে কি?	
	○ ভিজিডি কার্ড	প্রমাণপত্র আপলোড করুন
	○ ভিজিএফ কার্ড	প্রমাণপত্র আপলোড করুন
	○ বয়স্ক ভাতা কার্ড	প্রমাণপত্র আপলোড করুন
	○ বিধবা ভাতা কার্ড	প্রমাণপত্র আপলোড করুন
	○ স্বামী পরিত্যক্তা কার্ড	প্রমাণপত্র আপলোড করুন
অনলাইন ব্যাংক/মোবাইল ব্যাংক হিসাবের তথ্যাদি		
৪৪	আবেদনকারীর অভিভাবকের নিম্নের কোনো হিসাব পরিচালনা করেন কি?	
	যেকোনো তফশীলভুক্ত ব্যাংকের অনলাইন হিসাব	যেকোনো মোবাইল ব্যাংক হিসাব
৪৫	ব্যাংকের নাম-	মোবাইল ব্যাংক অপারেটরের নাম
	শাখার নাম	হিসাবের নাম-
	হিসাবের নাম	
	হিসাবের নম্বর	হিসাবের নম্বর

সংলগ্নী-২

আবেদনপত্রের (**SAF**) প্রশ্নসমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা, স্পষ্টীকরণ, ব্যাখ্যা:

প্রশ্নের ক্রমিক	সংজ্ঞা, স্পষ্টীকরণ, ব্যাখ্য:
আবেদনকারীর ছবি	কোনো আবেদনকারী আর্থিক সংকট বা অন্য কোনো যৌক্তিক কারণে যদি ছবি সরবরাহ করতে না পারে, তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ম্যানেজিং কমিটি ছবি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।
১২	অভিভাবক পুরুষ হলে তাঁর স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিভাবক নারী হলে স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করতে হবে।
১৪	**মেধাবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে মেধাবৃত্তি পায় মর্মে উল্লেখ করতে হবে।**
১৮	পরিবারের অন্য কোনো সদস্য বলতে বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী বা এমন কোনো সদস্যকে বুঝানো হয়েছে যাদের জীবন-যাপনের ব্যয় শিক্ষার্থীর বাবা-মা বা অভিভাবককে বহন করতে হয় (সূত্র: প্রজাতন্ত্রের কর্মবিভাগ সৃজন ও পুনর্গঠন, একীকরণ, সংযুক্তকরণ এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীগণের নিয়োগ ও তাহাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধানাবলি সংহতকরণকল্পে প্রণীত আইন, ১৪ নভেম্বর ২০১৮-এর ৮ম অধ্যায়, ২২ নং অনুচ্ছেদ)।
১৮ ও ২০	দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক/মানসিক রোগ বলতে যেকোনো ধরনের মানসিক রোগ অথবা এমন কোনো রোগ বুঝানো হয়েছে, যে রোগের জন্য আজীবন চিকিৎসা করাতে হয়, যা ব্যয়বহুল, যেমন- সেরিব্রাল পালসি, মৃগী রোগ, উন্মাদনা, হৃদরোগ, টাইপ ১ ডায়েবেটিস, ক্যান্সার, কিডনীজনিত জটিলতা ইত্যাদি।
১৯	জন্মগতভাবে দীর্ঘমেয়াদী রোগ বলতে এমন রোগ বুঝানো হয়েছে, যে রোগের জন্য ব্যয়বহুল চিকিৎসা প্রয়োজন, যেমন-হার্টে ছিদ্র, ভাল্ভে ত্রুটি, মৃগী রোগ, থ্যালাসেমিয়া, টাইপ ১ ডায়েবেটিস, ইত্যাদি।
২৬	সুনির্দিষ্ট মাসিক আয়ের উৎস বলতে এমন উৎস বুঝানো হয়েছে, যা থেকে প্রতি মাসে অর্থের সংস্থান হয়, যেমন- কোনো সরকারি বা বেসরকারি চাকুরি, প্রতিষ্ঠিত কোনো ব্যবসা, বাড়ি ভাড়া ইত্যাদি।
২৮	সূচকে বর্ণিত উৎসসমূহ বলতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা স্বল্প পুঁজির আয় খাতকে বুঝানো হয়েছে।
৩০	আঠারো বছরের নীচের পরিবারের সদস্য বলতে ভাই-বোনকে বুঝানো হয়েছে।

সংলগ্নী-৩ আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকার পত্র
সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অনলাইনে আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র

আবেদনপত্রের আইডি নম্বর	
শিক্ষার্থীর নাম	
মাতার নাম	
পিতার নাম	
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম	
ওয়ার্ড নম্বর	
ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি করপোরেশন	
উপজেলা/থানা	
জেলা	

সংলগ্নী-৪ এওয়ার্ড কনফারমেশন ফরম (Award Confirmation Form)

সেমিস্টার/মাস

বছর-

প্রতিষ্ঠান সার সংক্ষেপ	
শ্রেণি	শিক্ষার্থী সংখ্যা
৬ষ্ঠ	
৭ম	
৮ম	
৯ম	
১০ম	
১১শ	
১২শ	
মোট	

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম:

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচিতি নম্বর:

ওয়ার্ড নম্বর:

ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি করপোরেশন:

উপজেলা/থানা:

জেলা:

					লিঙ্গ		
ক্র. নং	শিক্ষার্থীর পরিচিতি নং ও ব্যাংক হিসাব নং	শিক্ষার্থীর নাম	পিতা/অভিভাবকের নাম	উপবৃত্তির টাকার পরিমাণ	ছেলে	মেয়ে	৩য় লিঙ্গ
০১							
০২							
০৩							
০৪							
০৫							
০৬							
০৭							
০৮							
০৯							
১০							
প্রতিষ্ঠানের মোট টাকার পরিমাণ							

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর ও তারিখ
প্রতিষ্ঠানের সিল ও মোবাইল নং

উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/জেলা শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষর ও তারিখ
অফিসের সিল ও ফোন নম্বর

সংলগ্নী-৫ টিউশন ফি এওয়ার্ড কনফারমেশন ফরম (Award Confirmation Form)

সেমিস্টার/মাস

বছর-

প্রতিষ্ঠান সার সংক্ষেপ	
শ্রেণি	শিক্ষার্থী সংখ্যা
৬ষ্ঠ	
৭ম	
৮ম	
৯ম	
১০ম	
১১শ	
১২শ	
মোট	

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম:

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচিতি নম্বর:

ওয়ার্ড নম্বর:

ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি করপোরেশন:

উপজেলা/থানা:

জেলা:

					লিঙ্গ		
ক্র. নং	শিক্ষার্থীর পরিচিতি নং ও ব্যাংক হিসাব নং	শিক্ষার্থীর নাম	পিতা/ অভিভাবকের নাম	টিউশন ফি এর টাকার পরিমাণ	ছেলে	মেয়ে	৩য় লিঙ্গ
০১							
০২							
০৩							
০৪							
০৫							
০৬							
০৭							
০৮							
০৯							
১০							
প্রতিষ্ঠানের মোট টাকার পরিমাণ							

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর ও তারিখ
প্রতিষ্ঠানের সিল ও মোবাইল নং

উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/জেলা শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষর ও তারিখ
অফিসের সিল ও ফোন নম্বর

সংলগ্নী-৬ উপকারভোগী শিক্ষার্থী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির তথ্যাদি
সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি
সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

১. বিভাগ-
২. জেলা-
৩. উপজেলা/থানা-
৪. ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি করপোরেশন-
৫. ওয়ার্ড নম্বর-
৬. শিক্ষার্থীর জন্ম সনদ নম্বর-
৭. শিক্ষার্থীর নাম-
৮. মাতার নাম-
৯. পিতার নাম-
১০. বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম-
১১.শিক্ষার্থীর বর্তমান শ্রেণি-

নিম্নের তথ্যাদি অবশ্যই পূরণ করতে হবে-

৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য পিএসসি পরীক্ষার তথ্যাদি				৯ম-১২শ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য জেএসসি/জেডিসি/এসএসসি/দাখিল পরীক্ষার তথ্যাদি			
পিএসসি পরীক্ষার রোল নং	পিএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত গ্রেড	পিএসসি পাশের বছর	পিএসসিপরীক্ষা অনুষ্ঠিত উপজেলার নাম	জেএসসি/ জেডিসি/ এসএসসি/ দাখিল পরীক্ষার রোল নং	জেএসসি/ জেডিসি/ এসএসসি/ দাখিল পরীক্ষায় প্রাপ্ত গ্রেড	পরীক্ষা পাসের সন	বোর্ডের নাম

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর ও নাম
মোবাইল ফোন নম্বর
ও প্রতিষ্ঠানের সিল

উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/জেলা শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষর ও নাম
মোবাইল ফোন নম্বর
ও অফিস সিল

সংলগ্নী-৭ উপকারভোগী শিক্ষার্থী মনিটরিং ফরম
সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি

এওয়ার্ড কনফারমেশন ফরম প্রস্তুতের জন্য মনিটরিং ফরম

প্রতিবেদনের সময়কাল- বছর-

প্রতিষ্ঠানের অবস্থানকোড

ব্যাংক ও শাখা/মোবাইল ব্যাংক কোড-

জেলা

উপজেলা/থানা

ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি করপোরেশন-

ওয়ার্ড নম্বর-

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম-

ইআইআইএন-

শিক্ষার্থীর শ্রেণি-

প্রতিবেদন সময়ে প্রতিষ্ঠানের মোট কার্যদিবস-

সাময়িক/বার্ষিক পরীক্ষার মোট নম্বর-

প্রতিষ্ঠান সার সংক্ষেপ	
শ্রেণি	শিক্ষার্থী সংখ্যা
৬ষ্ঠ	
৭ম	
৮ম	
৯ম	
১০ম	
১১শ	
১২শ	
মোট	

ক্র/নং	শিক্ষার্থীর আইডি ও ব্যাংক হিসাব নং	শিক্ষার্থীর নাম	পিতা/ অভিভাবকের নাম	গত ৬ মাসে মোট উপস্থিতির সংখ্যা	বিগত ৬ মাসের সাময়িক/বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত গড় নম্বর	উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্য কি না?	
						হ্যাঁ/না	কারণ **

**বিবাহিত/প্রতিষ্ঠান বদল/ পরীক্ষায় অকৃতকার্য/অনুপস্থিত/ঝরে পড়া/অন্যান্য

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর ও নাম
মোবাইল ফোন নম্বর
ও প্রতিষ্ঠানের সিল

উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/জেলা শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষর ও নাম
মোবাইল ফোন নম্বর
ও অফিস সিল

সংলগ্নী-৮ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বদলের ফরম

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি

সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপবৃত্তি উপকারভোগী শিক্ষার্থীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিবর্তন/বদলের ফরম

(উপকারভোগী শিক্ষার্থী শুধু শিক্ষাবর্ষের ১ম সেমিস্টারে প্রতিষ্ঠান বদল করতে পারবে)

১-উপজেলা

২-জেলা

৩-আবেদনকারীর আইডি নং

৪-আবেদনকারীর জন্ম নিবন্ধন নং-

৫-আবেদনকারীর নাম-

৬-মাতার নাম-

৭-পিতার নাম

৮-বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম

৯-ইআইআইএন নম্বর-

১০-আবেদনকারীশিক্ষার্থীর বর্তমান শ্রেণি-

১১-যে প্রতিষ্ঠান থেকে বদলি হয়ে এসেছে সে প্রতিষ্ঠানের নাম-

১২-প্রতিষ্ঠানের ইআইআইএন নম্বর-

১৩-পূর্বের অধ্যয়নরত শ্রেণি-

১৪-বিগত ছয় মাসে প্রতিষ্ঠানের মোট কর্ম দিবস-

১৫-সাময়িক/বার্ষিক পরীক্ষার মোট নম্বর-

নিম্নের অংশ শুধু মাত্র ৭ম, ৮ম, ১০ম ও ১২শ শ্রেণির উপকারভোগী শিক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য

শিক্ষা বর্ষ বিগত ছয় মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি দিনের সংখ্যা	সাময়িক/ বার্ষিক পরীক্ষায় গ্রেড/নম্বর	মন্তব্য

নিম্নের অংশ শুধু মাত্র ৯ম ও ১১শ শ্রেণির উপকারভোগী শিক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য

৯ম ও ১১শ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জেএসসি/জেডিসি/এসএসসি/দাখিল পরীক্ষার তথ্যাদি			
জেএসসি/জেডিসি/ এসএসসি/দাখিল পরীক্ষার রোলনং	জেএসসি/জেডিসি/ এসএসসি/দাখিল পরীক্ষায় প্রাপ্ত গ্রেড	জেএসসি/জেডিসি/ এসএসসি/দাখিল পরীক্ষা পাসের সন	জেএসসি/জেডিসি/ এসএসসি/দাখিল পরীক্ষার বোর্ডের নাম

পূর্বের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর ও তারিখ
মোবাইল ফোন নম্বর ও প্রতিষ্ঠানের সিল

বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর ও তারিখ
মোবাইল ফোন নম্বর ও প্রতিষ্ঠানের সিল

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উপরে বর্ণিত তথ্যাদি যাচাই বাছাই করে সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে এবং উপরে বর্ণিত উপবৃত্তি উপকারভোগী শিক্ষার্থীকে ২০২-- সালের জানুয়ারি-জুন/জুলাই-ডিসেম্বর সেমিস্টারে উপবৃত্তির কোনো অর্থ বিতরণ করা হয়নি।

উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষর ও তারিখ

মোবাইল ফোন নম্বর ও অফিসের সিল

সংলগ্নী-৯ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির সহযোগিতামূলক চুক্তি ফরমেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
সমন্বিত উপবৃত্তি স্কীম

সহযোগিতামূলক অঙ্গীকারপত্র (Co-Operation Agreement)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সমন্বিত উপবৃত্তি স্কীমভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম--

ঠিকানা: গ্রাম/মহল্লা--------------------------------ডাকঘর---

উপজেলা--জেলা---

বিভাগ---

টেলিফোন ------------------------------------ই-মেইল ------------------------------------

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের EIIN							

সহযোগিতামূলক অঙ্গীকারপত্র
(Co-Operation Agreement)

এই সহযোগিতামূলক অঙ্গীকারপত্র ২০২- সালের ------------মাসের ------------তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির পরিচালক (প্রথম পক্ষ) এবং কর্মসূচিভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটির সভাপতি (বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) প্রধান শিক্ষক/সুপারিনটেনডেন্ট/অধ্যক্ষ (সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম--

ঠিকানা: গ্রাম/মহল্লা-------------------------------------ডাকঘর------------------------

উপজেলা---জেলা------------------------------

(দ্বিতীয় পক্ষ) এর মধ্যে প্রণীত হলো-

যেহেতু বাংলাদেশ সরকার নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য অর্জনে দেশের সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করেছে-

- মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন;
- অতিদরিদ্র ও অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার বৃদ্ধি করা;
- মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূর এবং শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার নিশ্চিত করা;
- মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার হার রোধ করা;
- সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও শিখনবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা;
- মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীর পর্যায়ক্রমে বিনাবেতনে শিক্ষা নিশ্চিত করা;
- শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নারী-পুরুষের জন্য পৃথক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নিশ্চিত করা।

এবং যেহেতু উল্লিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটি এই কর্মসূচির মাধ্যমে উপরে বর্ণিত লক্ষ্য বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং সরকারও নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানে সম্মত হলেন-

অনুচ্ছেদ-১ সাধারণ সংজ্ঞা

ধারা ১-০১ অন্য কোনো চুক্তি অথবা আইনে যাই থাকুক না কেন এ অঙ্গীকারনামায় নিম্নে বর্ণিত শব্দসমূহের অর্থ নিম্নরূপে সজ্ঞায়িত হবে-

ক. যোগ্য শিক্ষার্থী হলো সে সকল শিক্ষার্থী, যারা---

১) ন্যূনতম শতকরা ৭৫ (পঁচাত্তর) দিন শ্রেণি কার্যক্রমে উপস্থিত আছে;

২) প্রতিষ্ঠানের সাময়িক পরীক্ষায় ন্যূনতম শতকরা ৪৫ নম্বর প্রাপ্ত এবং

৩) অবিবাহিত শিক্ষার্থী।

খ. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি বলতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত উপবৃত্তি কর্মসূচিকে বুঝাবে।

গ. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলতে এ কর্মসূচিভুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাকে বুঝাবে।

ঘ. 'সেবা' এবং 'সহায়তা' বলতে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে কর্মসূচির গাইডলাইন অনুযায়ী ২য় পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা এবং সহায়তাকে বুঝাবে।

অনুচ্ছেদ-২ পক্ষদ্বয়ের অবশ্য করণীয় ও বাধ্যবাধকতা

ধারা ২-০১ প্রথম পক্ষের বাধ্যবাধকতা- বাংলাদেশ সরকার অর্থাৎ ১ম পক্ষ এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে এবং

ক. প্রত্যেক যোগ্য শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি ও অন্যান্য আর্থিক সহায়তার অর্থ পরিশোধ করবে।

খ. প্রয়োজনে যেকোনো সময় যোগ্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও সঠিকতা যাচাই বাছাই ও পুনঃনিরীক্ষণ করতে পারবে।

গ. কর্মসূচিভুক্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ্য শিক্ষার্থীর টিউশন ফি পরিশোধ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করবে।

ঘ. ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রদান করে শিক্ষার্থী নির্বাচন করলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঙ. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটিকে কর্মসূচি বাস্তবায়নের স্বার্থে যেকোনো আদেশ/নির্দেশ/উপদেশ প্রদান করবে।

চ. পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষার্থীর টিউশন ফি ভর্তুকি হিসাবে কর্মসূচিভুক্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রদান করবে।

ধারা ২-০২ দ্বিতীয় পক্ষের বাধ্যবাধকতা- ২য় পক্ষ অর্থাৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা কমিটির সকল সদস্যসহ সকল শিক্ষক ও অভিভাবক এ স্কীম বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করবে এবং

ক. পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের ১৫ ফেব্রুয়ারি এবং কলেজের ক্ষেত্রে ১৫ আগস্ট এর মধ্যে এই স্কীমে যোগদান করবে এবং ৩১ জানুয়ারি (স্কুলের ক্ষেত্রে)/৩১ জুলাই (কলেজের ক্ষেত্রে) এর মধ্যে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম শেষ করবে।

খ. প্রতি বছর ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে স্কীমের জন্য নির্ধারিত শিক্ষার্থীর আবেদনপত্র (SAF) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নির্ভুলভাবে পূরণে সহায়তা করবে এবং ভুল তথ্য প্রদানের জন্য দায়ী থাকবে।

গ. নির্ভুল তথ্য প্রদানের স্বার্থে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর বসতবাড়ি পরিদর্শন করবে।

ঘ. শিক্ষার্থীদের আবেদনপত্রসমূহ অনলাইনে সঠিকভাবে পূরণের পর অনলাইনেই সংশ্লিষ্ট উপজেলা /থানা/জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে প্রেরণ করবে।

ঙ. শিক্ষাবর্ষের ১ম টার্ম/সাময়িক পরীক্ষার পূর্বেই উপবৃত্তি অব্যাহত রাখার যোগ্যতাসমূহ শিক্ষার্থীদেরকে বুঝিয়ে বলবে।

চ. উপবৃত্তি উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনো টিউশন ফি আদায় করবে না।

ছ. প্রতি শিক্ষাবর্ষে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির ন্যূনতম ২টি সভা আহ্বান করবে এবং সমন্বিত উপবৃত্তি স্কীমে শিক্ষার্থীর আবেদন করার পদ্ধতি এবং উপবৃত্তি অব্যাহত রাখার শর্তাবলী বুঝিয়ে বলবে।

জ. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চারপাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখাসহ শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যেকের জন্য পৃথক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার এবং সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা করবে।

ঝ. ৬ষ্ঠ-১২শ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে ওরিয়েন্টেশন সভা আয়োজনের মাধ্যমে এই কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবহিত করবে।

ঞ. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা/ পরিচালনা কমিটিতে ন্যূনতম দুইজন নারী সদস্য রাখবে।
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এ স্কীমের আওতায় আয়োজিত কর্মশালা/প্রশিক্ষণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটির সদস্য ও শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করবেন।

ট. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, সাময়িক পরীক্ষার উত্তরপত্র ,ফলাফল ও বিবাহ সম্পর্কিত তথ্য সঠিক ও সুবিন্যস্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে যেন যেকোনো সময় কর্তৃপক্ষ তা পর্যালোচনা করে দেখতে পারে।

ঠ. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

ধারা ২-০৩ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারীদের মাসিক বেতন-ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধ করবে।

ধারা ২-০৪ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত আসবাবপত্রসহ সুপরিসর শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা করবে।

ধারা ২-০৫

ক. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের প্রাত্যহিক ভিত্তিতে সঠিক হিসাব সুনির্দিষ্ট ফরমেট রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবে, যেন যেকোনো সময় নিরীক্ষা করতে পারে। প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিভিন্ন ইভেন্ট ও কার্যাবলির একটি তালিকা প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট পেশ করবে। এ ছাড়াও নিম্নবর্ণিত রেজিস্টারসমূহ সবসময় হালনাগাদ রাখতে হবে:
১) শিক্ষার্থী ভর্তি রেজিস্টার ২) শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উপস্থিতি রেজিস্টার ৩) শিক্ষার্থী ট্রান্সফার রেজিস্টার ও বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষার উত্তরপত্র ৪) শিক্ষার্থীর বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল রেজিস্টার।

খ. বর্ণিত রেজিস্টার ও রেকর্ডসমূহ উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অথবা প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কার্যালয়ের যেকোনো কর্মকর্তার পরিদর্শনের সময় প্রদর্শন করবে।

গ. শুধুমাত্র ষষ্ঠ ও একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির জন্য আবেদন করার সুযোগ নিশ্চিত করবে। তবে এ কর্মসূচি বহির্ভূত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আগত কোনো শিক্ষার্থী নবম শ্রেণিতে ভর্তি হলে তাকে আবেদনের সুযোগ দিতে হবে।

ঘ. দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন নম্বর নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৩ অঙ্গীকারপত্রের সময়কাল ও বাতিলকরণ

ধারা-৩-০১ এই অঙ্গীকারপত্র উভয়পক্ষের স্বাক্ষরের তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে। প্রথম পক্ষের নোটিশের মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ধারা-২ এ বর্ণিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে প্রতি বছর তা নবায়ন করা যাবে। যদি ১ম পক্ষ কর্তৃক ২য় পক্ষের আর্থিক অনিয়ম ও শর্তাদির বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তবে তা সংশোধনের জন্য নোটিশের মাধ্যমে ১ম পক্ষ ২য় পক্ষকে ১ বছর সময় দিতে পারবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেও যদি ২য় পক্ষ অনিয়ম সংশোধন ও শর্তাদি প্রতিপালনে ব্যর্থ হয় তবে নির্ধারিত এক বছর সময় শেষ হওয়ার পরদিন থেকেই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষকে প্রদত্ত টিউশন ফি প্রত্যাহার করতে পারবে এবং সমস্ত অনিয়ম সংশোধনের এবং প্রযোজ্য শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সতর্ক করে আরো এক বছর সময় দিতে পারবে।

ধারা-৩-০২ ২য় পক্ষ যদি এই অতিরিক্ত এক বছর সময়ের মধ্যেও অনিয়ম সংশোধন করতে এবং শর্তাদি প্রতিপালনে ব্যর্থ হয় তবে ১ম পক্ষ ৩০ দিনের নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে ১ম পক্ষ ২য় পক্ষকে প্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহারকরতঃ এই অঙ্গীকারনামা বাতিল করতে পারবে।

নাম ও স্বাক্ষর তারিখসহ
পরিচালক
সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রনালয়

নাম ও স্বাক্ষর তারিখসহ
সভাপতি
ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা পরিষদ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
প্রতিষ্ঠানের সীল

নাম ও স্বাক্ষর তারিখসহ
উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
অফিস সীল

নাম ও স্বাক্ষর তারিখসহ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান
অফিস সীল

প্রথম পক্ষের সাক্ষী
১।
২।
৩।

দ্বিতীয়পক্ষের সাক্ষী
১।
২।
৩।

সংলগ্নী-১০ উপবৃত্তি,টিউশন ফি ও অন্যান্য সুবিধাদির হার

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থবিভাগ এর স্মারক নং ০৭-০০-০০০০-১০২-২০-০০৫-১৯-৪৯৯; তারিখ ৩০জুন২০১৯ খ্রি. মূলে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য বর্ধিত হারে উপবৃত্তির হার অনুমোদন করে যা ২০২০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে কার্যকর।

গ্রেড/শ্রেণি	অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হার			শিক্ষার্থী প্রতি বাৎসরিক ব্যয়	মন্তব্য
	উপবৃত্তি	টিউশন ফি	পরীক্ষার ফি ও বই ক্রয়		
৬ষ্ঠ	২০০	৩৫	----	২৮২০	২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে কার্যকর
৭ম	২০০	৩৫	-----	২৮২০	
৮ম	২৫০	৩৫	-----	৩৪২০	
৮ম	৩০০	৫০	------	৪২০০	
১০ম	৩০০	৫০	১০০০	৫২০০	পূর্ববর্তী প্রকল্পসমূহের উপবৃত্তি/ টিউশন ফি এর হার জুন ২০১৯ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে
১১শ বিজ্ঞান	৪০০	৮০	১৫০০	৭২৬০	
১১শ অন্যান্য	৪০০	৬৫	১০০০	৬৫৮০	
১২শ বিজ্ঞান	৪০০	৮০	১৫০০	৭২৬০	
১২শ অন্যান্য	৪০০	৬৫	১২০০	৬৭৮০	

সংলগ্নী-১১ উপবৃত্তি উপকারভোগী শিক্ষার্থীর তালিকা-

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপবৃত্তি উপকারভোগী শিক্ষার্থীর তালিকা

ক্রমিক নং	শিক্ষার্থীর আইডি/ জন্ম সনদ নং	শিক্ষার্থীর নাম	পিতার নাম	মাতার নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	ব্যাংক/ মোবাইল ব্যাংক হিসাব নং	ব্যাংক/ মোবাইল অপারেটরের নাম	ব্যাংক শাখার নাম	জেলা উপজেলার নাম
০১									
০২									
০৩									
০৪									
০৫									
০৬									

আ.ন.ম. তরিকুল ইসলাম
উপসচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার